ড. রাগিব সারজানি

রহমতের নবী
মুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

অনুবাদ
সাদিক ফারহান

প্রথম প্রকাশ : শাওয়াল ১৪৪২ / মে ২০২১
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স
৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০
মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পটুয়াটুলি লেন, ঢাকা
অনলাইন পরিবেশক :
rokomari.com - wafilife.com - quickkcart.com
ISBN : 978-984-8012-67-3
Web : maktabatulhasan.com
Page : 537, Page in actual : 552, Forma : 34.5

Fixed Price : 490 Tk

[বইটি দাওয়াহর উদ্দেশ্যে বিতরণের ক্ষেত্রে থাকবে বিশেষ ছাড়]

Rahmater Nabi Muhammad (SAW)
By Dr. Ragheb Sergani
Published by : Maktabatul Hasan, Bangladesh
E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com I fb/Maktabahasan

রহমতের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

মূল আরবি গ্রন্থ	: আর-রাহমাহ ফি হায়াতির রাসুল ﷺ
মূল	: ড. রাগিব সারজানি
অনুবাদ	: সাদিক ফারহান
সম্পাদনাপর্ষদ	
অনুবাদ নিরীক্ষণ	: মাহমুদুল হাসান, মিশকাত আহমদ, আছিফুজ্জামান
তথ্য সম্পাদনা	: আতাউস সামাদ
ভাষা সম্পাদনা	: রেদওয়ান সামী
বানান সমন্বয়	: মাসউদ আহমাদ, মুনতাসির বিল্লাহ, নুর মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ, মুহিব্বুল্লাহ মামুন
পৃষ্ঠাসজ্জা	: আবু আফিফ মাহমুদ
প্রচ্ছদ	: আখতারুজ্জামান

©
প্রকাশক
প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা ১
সম্পাদকীয় ৪
আমার স্বপ্ন ৫
পূর্বালাপ ৭
আলোচনার রীতিশৈলী ২০

প্রথম অধ্যায়

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের
দৃষ্টিতে মহানুভবতা

প্রথম পরিচ্ছেদ : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্ব ৩৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : কুরআন-সুন্নাহর আলোকে রহমত ৪৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : রাসুলযুগের সামাজিক প্রেক্ষাপট ৫৭

প্রথম অনুচ্ছেদ : রোমান সাম্রাজ্য ৫৯
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : পারস্য সাম্রাজ্য ৬১
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : উত্তর ইউরোপ ৬২
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : মিশর ৬৩
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : হিন্দুস্তান ৬৪
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : ইহুদিগোষ্ঠী ৬৫
সপ্তম অনুচ্ছেদ : নবুয়তপূর্ব আরব উপদ্বীপ ৬৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুসলিমদের প্রতি রাসুল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরদ ও দয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ : দুর্বলদের প্রতি মমতা ৭৫

প্রথম অনুচ্ছেদ : দুর্বল কারা, তাদের পরিচয় কী?.....৭৬
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : মা-বাবা ও বয়স্কদের প্রতি দয়াশীলতা ৮০
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : শিশুদের প্রতি স্নেহশীলতা..... ৮৫
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : নারীদের প্রতি কল্যাণকামিতা.....৯৪
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : সেবক ও দাসদের প্রতি সহমর্মিতা..... ১০১
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি ১০৮
সপ্তম অনুচ্ছেদ : বিপদগ্রস্তদের প্রতি করুণা ১১৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: অপরাধীদের প্রতি সহমর্মিতা ১৩৩

প্রথম অনুচ্ছেদ : মূর্খদের প্রতি নমনীয়তা ১৩৬
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : পাপিষ্ঠদের প্রতি সহনশীলতা ১৪১
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিগত হক নষ্টকারীদের ব্যাপারে দয়াময়তা..... ১৬২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: উম্মতের প্রতি ইবাদতের ক্ষেত্রে দরদ ও দয়া ১৭১

প্রথম অনুচ্ছেদ : নামাজ ও কুরআন পাঠের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দয়া ১৭৮
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : রোজার ব্যাপারে দয়াশীলতা ১৮৫
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : দাতার প্রতি দয়ার্দ্রতা ১৯১
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : হজ ও ওমরা পালনকারীর প্রতি অনুগ্রহ.....১৯৮
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : জিহাদে আগ্রহী, মুজাহিদ ও শহিদ পরিবারের প্রতি দয়ার আচরণ..... ২০৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : জনসাধারণকে নিয়ে কল্যাণচিন্তা ২১৮

প্রথম অনুচ্ছেদ : মুসলিম জনসাধারণকে নিয়ে কল্যাণচিন্তা..... ২১৯
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : সাধারণ নাগরিকদের নিয়ে কল্যাণচিন্তা..... ২৩১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : মুমূর্ষু ও মৃত ব্যক্তির প্রতি মনস্তাপ ২৩৯
প্রথম অনুচ্ছেদ : মুমূর্ষু মুসলিমের প্রতি রহমত..... ২৪১
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : কবরস্থ মুসলিমের প্রতি দয়া.....২৫৫
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : কেয়ামতের সংকটে মুসলিমের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ.... ২৬১

তৃতীয় অধ্যায়

অমুসলিমদের প্রতি রাসুল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহানুভবতা

প্রথম পরিচ্ছেদ : মানবতা বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ২৭৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মুসলিমসমাজে বসবাসরত অমুসলিমদের প্রতি মহানুভবতা ২৮৯
প্রথম অনুচ্ছেদ : অমুসলিমদের প্রতি উদারতা, একটি ঐশী নির্দেশনা ...২৯০
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : অমুসলিমদের প্রতি উদারতা : বাস্তবতার নিরিখে.....২৯৩
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিত, সেসব অমুসলিমের প্রতি তাঁর দয়ার্দ্র মনোভাব.....৩০৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : যুদ্ধ পরিহারের সর্বোচ্চ চেষ্টা ৩১৮
প্রথম অনুচ্ছেদ : ইসলামে শান্তির ধারণা ও বাস্তবতা..... ৩২০
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : মুসলিম তার সঙ্গে লড়ে, যে ইসলামের বিরুদ্ধে লড়ে ..৩২৬
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : নবীজীবনে সংঘটিত যুদ্ধগুলোর নেপথ্যকথা ৩৩১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : যুদ্ধক্ষেত্রে দয়ার্দ্র আচরণ ৩৫৫
প্রথম অনুচ্ছেদ : রক্তপাত এড়ানোর মানসিকতা ৩৫৭
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : সাধারণ নাগরিক ও চাপের মুখে যুদ্ধে অংশ নেওয়া ব্যক্তির প্রতি সহনশীলতা ৩৬৩
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা না ছড়ানো ৩৭১
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : নববি যুদ্ধগুলো আপাতরক্তপাতশূন্য..... ৩৭২
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : প্রতিজ্ঞাপূরণ একপ্রকার রহমত ৩৭৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বন্দীদের সঙ্গে সদাচরণ ৩৮৩

প্রথম অনুচ্ছেদ : প্রাচীন ও ইসলামের প্রাক্কালে বন্দীজীবন : তুলনামূলক পর্যালোচনা ৩৮৪

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : বন্দীদেরকে ক্ষমা করার আদর্শ ৩৮৯

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : বন্দীদের সঙ্গে নবীজির আচরণ ৪০৩

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : শত্রুপক্ষের নেতাদের প্রতি সহনশীলতা ৪১৩

প্রথম অনুচ্ছেদ : আবু সুফিয়ানের প্রতি মহানুভবতা ৪১৫

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : ইকরিমা ইবনে আবু জাহেলের সঙ্গে দয়ানুভবতা ৪২৫

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার সঙ্গে সহনশীলতা ৪৩০

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : সুহাইল ইবনে আমরের সঙ্গে দয়ার্দ্রতা ৪৩৯

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : ফুজালা ইবনে উমাইরের সঙ্গে দয়াশীলতা ৪৪২

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : হিন্দ বিনতে উতবার সঙ্গে মহানুভবতা ৪৪৪

চতুর্থ অধ্যায়

কিছু সংশয় ও তার নিরসন

প্রথম পরিচ্ছেদ : যুদ্ধ, সন্ত্রাস ও কঠোরতাসংশ্লিষ্ট সংশয় ৪৫৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : রাসুলের দয়া : কিছু সংশয় ও নিরসন ৪৭৩

পঞ্চম অধ্যায়

অমুসলিমদের কাছে দয়ার সংজ্ঞা

প্রথম পরিচ্ছেদ : কারা আজ শান্তির কথা বলে! ৪৮৫

প্রথম অনুচ্ছেদ : যুদ্ধক্ষেত্রে অমুসলিমদের আচরণ ৪৮৬

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : অমুসলিমদের সাধারণ জীবনযাত্রা ৪৯৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : তারাই যখন সাক্ষ্য দিলো ৫০৪

চিত্র সূচি

চিত্র-১ : আল-কুরআনে বর্ণিত চারিত্রিক গুণাবলি ৪৫
চিত্র-২ : আল-কুরআনে বর্ণিত আল-হারব (যুদ্ধ) ও
আস-সালম (সন্ধি ও শান্তি শব্দদ্বয়ের হার) ৩২১
চিত্র-৩ : অমুসলিম শিবিরে নিহতের হার..... ৩৭৪
চিত্র-৪ : সৈন্যসংখ্যার বিবেচনায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের
যুদ্ধে (জিহাদে) এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহতের একটি তুলনামূলক হার ৩৭৬
চিত্র-৫ : বিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত বড় বড় যুদ্ধগুলোতে মানবসম্পদের
ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণের একটি পরিসংখ্যান..... ৪৮৬
চিত্র-৬ : ১৯৪৫-২০০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত যুদ্ধে নিহতের পরিসংখ্যান ৪৮৭

মানচিত্র সূচি

মানচিত্র-১ : রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তপ্রাপ্তির যুগে
সমকালীন বিশ্বের চিত্র..... ৫৮
মানচিত্র-২ : আরব উপদ্বীপে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধসমূহ.... ৩৩৫
মানচিত্র-৩ : মুশরিকদের বিরুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধসমূহ..৩৩৭
মানচিত্র-৪ : ইহুদিদের বিরুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধসমূহ..৩৪৫
মানচিত্র-৫ : খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধসমূহ..৩৪৯

অনুবাদকের কথা

অস্থির এক পৃথিবীর কথা বলছি, যেখানে ছিলেন না মহানবি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম; ছিল না তাঁর আনীত শাশ্বত ধর্ম ইসলামের মহানুভব রীতিনীতি। যে পৃথিবী চূড়ান্ত হিংস্র, বর্বর। জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত যেখানে অনিশ্চিত, অনিরাপদ। মানুষের মতো দেখতে সে পৃথিবীতে কেবলই 'অমানুষ', কেবলই হায়েনা ও হিংস্র জন্তু-দানবের বাস। সে পৃথিবীতে ধর্ম নেই ধর্মের খোলসে, ঈসা আলাইহিস সালামের আনীত বিধান বিকৃত হয়ে গেছে, সত্য-মিথ্যার ধুলোট আবহে আড়াল হয়ে গেছে মুসা আলাইহিস সালামের রেখে যাওয়া কিতাব। কালেভদ্রে যেখানে দেখা মেলে সভ্য মানুষের।

সে সমাজে যারা ধনী ও প্রভাবশালী, পতিত জনতা তাদের অলিখিত দাস। তাদের তাবৎ কানাকড়ি যেন মনুষ্যপ্রভুদের নিজস্ব বাঁটোয়ারা। অঘোষিত নিয়মে উচ্চপক্ষ সেখানে নিম্নপক্ষের রবের স্তরে সমাসীন। কেবল অন্যকে কেন, নিজের সন্তানকেও সে সমাজের দস্যুমনারা জ্যান্ত পুঁতে দেয়। কোনো প্রসূতি নারীর ঘর থেকে নবাগতা কন্যার প্রথম চিৎকার ভেসে এলে তারা লজ্জা ও ক্রোধে বিরসবদন ধারণ করে। সমাজকৌলীন্যের কথিত শৃঙ্খলা রক্ষায় তারা তাকে জীবন্ত কবর দিতে কুণ্ঠা করে না!

ঘনকালো অন্ধকারে নিজেদের জাতিসত্তা হারাতে বসা মানবসমাজের এহেন ক্রান্তিকালে আল্লাহ তাআলা ধরার সবার হেদায়েতপ্রাপ্তি ও তাঁর রহমতের বানে ভেসে যাওয়ার জন্য জগতে পাঠান 'রহমাতুল্লিল আলামিন' করে মহানুভব এক সত্তাকে। তিনি আসেন সকল দল-মত ও গোত্র-পরিচয়ের বাধা পেরিয়ে সমগ্র জগতের প্রতি, সমস্ত মানবসদস্যের মুক্তির বার্তা নিয়ে, জগৎজোড়া রহমতের প্রবলবর্ষী বৃষ্টির উপমা হয়ে। রাব্বুল আলামিন বলেন,

> আর আমি তো আপনাকে সর্বজগতের জন্যই রহমত হিসাবে প্রেরণ করেছি। [সুরা আম্বিয়া : ১০৭]

বস্তুত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত এই রহমতসত্তা কেবল ইহকালে নয়, পরকালেও সবার জন্য রহমতস্বরূপ। শুধু মুসলিম নয়, পৃথিবীর অপরাপর যাবতীয় ধর্ম-বর্ণের লোকদের জন্যই তিনি মহত্ত্বের আধার।

তিনি রহমত ছিলেন বড়দের, রহমত ছিলেন ছোটদের। পুরুষ-নারী, নিকট-দূর, স্বজন-দুর্জন—সবার জন্যই তিনি ছিলেন অনুগ্রহের আকর ও দয়ামায়ার মূর্তপ্রতীক।

দয়ানুভবে পূর্ণ ছিল আমাদের প্রিয়নবীর হৃদয়। নবুয়তপ্রাপ্তির প্রথম দিন হতে একদম কেয়ামতদিবস অবধি আগত সকল মানবসন্তানের জন্যই তিনি সমানভাবে অনুগ্রহশীল ছিলেন। এ ছাড়া কেবল নিজে নয়, তিনি আমাদেরও দয়ার গুণ অর্জনে উৎসাহিত করে গেছেন। বলেছেন, শোনো, আল্লাহ তাআলা কেবল সেসব বান্দার প্রতি রহম করেন, যারা দুনিয়াতে অন্যদের প্রতি দয়ার আচরণ করে।[১]

কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না; বা কেবল শব্দার্থে জানলেও বুঝতে সক্ষম হই না যে, কীভাবে প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহ ও পরজগতে সবার প্রতি রহমতের আধার ছিলেন। মুমিনদের ব্যাপারে কিছুটা বুঝে এলেও অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি এ তত্ত্বের বাস্তবতা কেমন, স্বাভাবিক সমাজের কথা বাদ দিলে জিহাদের ময়দানে বিপক্ষের প্রতি প্রকৃতপক্ষে রাসুলসত্তা রহমত ছিলেন কীভাবে, সেসব বিষয়ের স্বরূপ বুঝতে আমাদের বেগ পেতে হয়। অথচ এ রহমতময় ব্যবহার তাঁর সাময়িক আচরণ ছিল না, বরং এ গুণ ছিল তাঁর সত্তাজাত। তিনি জন্মগতভাবেই ছিলেন রহমদিল। নবুয়তসূর্যের উদয় থেকেই তিনি রহমাতুল্লিল আলামিন!

অতএব, সেসব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে এগিয়ে এসেছেন বাঙালি পাঠকদের কাছে পরিচিত ও সমাদৃত আরব লেখক ড. রাগিব সারজানি। তার সুদক্ষ হাতে তুলে ধরেছেন 'রহমাতুল্লিল আলামিন' তত্ত্বের গূঢ় রহস্য ও বাস্তবতা। এই গ্রন্থ পাঠে আপনি অনুধাবন করতে পারবেন, কেন রাসুল জগতের মুমিন-মুসলিম, কাফের-বেইমান সবার প্রতিই দয়াপরবশ ছিলেন। জিহাদের ময়দানে বা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আসনে বসেও কীভাবে তিনি পরধর্মীদের ব্যাপারে অনুগ্রহ দেখাতেন; কেবল ইহকালে নয়, পরকালেও কেন তিনি সবার জন্য রহমত। বইটি পাঠ করবেন আর তার ছত্রে ছত্রে পাঠক সেগুলোই আবিষ্কার করবেন আশা করি। নিজের অন্যান্য বইয়ের মতো এ রচনাতেও ড. সারজানি তার শতভাগ নিজস্বতা বজায় রেখেছেন। কেবল ইতিহাসে নয়, বরং সিরাতের ক্ষেত্রেও বিস্তর আলোচনায় তিনি কতখানি প্রাজ্ঞজন, পাঠক প্রমাণ পাবেন তার এ সুবিন্যস্ত গ্রন্থনায়।

লাগাতার ইতিহাসের নীরস কাজ করতে করতে কিছুটা হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। এরইমধ্যে সিরাতের এমন সুন্দর একটি কাজের প্রস্তাব পেয়ে দ্বিতীয়বার ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করিনি। একে তো সিরাতের বই, তাও বিস্তারিত বিন্যস্ত আলাপ, আবার গ্রন্থনায় রয়েছেন সুপরিচিত ব্যক্তি ড. রাগিব সারজানি; তাই কাজ করতে যথেষ্ট আনন্দ অনুভূত হয়েছে। কখনো আবেগে চোখ ভিজে এসেছে,

---

১. *সহিহ বুখারি*, ১২২৪; *সহিহ মুসলিম*, ৬২৩

কখনো লেখকের মুনশিয়ানায় অভিভূত হয়েছি, কখনো-বা একজন পাঠক হিসাবে মুষ্টিবদ্ধ হয়েছে হাত। ড. সারজানি তার এ প্রামাণ্যগ্রন্থে প্রায় প্রতিটি বক্তব্যেই বরাবরের মতো মুসলিম মনীষীদের পাশাপাশি বিখ্যাত অমুসলিম বিজ্ঞজনদের মতামতও উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটির শেষদিকে যোগ করেছেন বেশ কজন অমুসলিম ব্যক্তির সচেতন সাক্ষ্যদান। 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্ববাসীর জন্য রহমত'-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পাশাপাশি তিনি সিরাতের ওপর উত্থাপিত বেশ কিছু সংশয়ের সংক্ষিপ্তভাবে প্রামাণ্য ও মজবুত জবাবও দিয়েছেন। উল্লেখ্য, লেখকের কিছু আলোচনা সাধারণ দৃষ্টিতে শরয়িভাবে সমস্যাপূর্ণ মনে হওয়ায় আমি সেসব জায়গায় কিছু টীকা যুক্ত করেছি। আমার পর 'মাকতাবাতুল হাসান সম্পাদনাপর্ষদ' বইটির সুচারু সম্পাদনা করেছেন। তারাও বিষয়গুলোতে নিরীক্ষণধর্মী নজর বুলিয়েছেন বলে বিশ্বাস করি। তাই লেখকের প্রশ্নবিদ্ধ কিছু অবস্থানকে সহজেই এড়ানো যাবে বলে মনে করছি।

অনুবাদকর্মটির পেছনে দীর্ঘ সময় ও শ্রম ব্যয় করে একে বিশুদ্ধ, সাবলীল ও সহজবোধ্য করার চেষ্টা করেছি। এরপর সুদক্ষ সম্পাদনাপর্ষদ ও মাকতাবাতুল হাসানের সহকর্মীগণ গ্রন্থটিকে আরও সুন্দর ও মানসম্মত করে তুলতে তাদের শ্রম-ঘাম ব্যয় করেছেন। তাদের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। তবুও মানুষ হিসাবে আমাদের কর্মে কিছুটা ত্রুটি ও অসৌন্দর্য থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই পাঠকের নিকট বইটি নিয়ে কোনো ধরনের পরামর্শদান প্রয়োজনীয় মনে হলে অবশ্যই আমাদের অবহিত করার অনুরোধ রইল, আমরা ইনশাআল্লাহ আপনাদের পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্ব ও শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচনা করব।

সবশেষে, বইটি তার বিষয়বস্তুর সমান প্রসিদ্ধি ও সম্মান লাভ করুক সেই কামনা করছি এবং এমন একটি বইয়ের অনুবাদের সাথে জড়িত থাকতে পেরে নিজেকে অবশ্যই ধন্য মনে করছি! আল্লাহ তাআলা সকলকে কবুল করুন।

—সাদিক ফারহান
বুধবার
২৭ জুমাদাল আখিরা ১৪৪২ হিজরি

সম্পাদকীয়

সমস্ত প্রশংসা পরম দয়ালু আল্লাহর। শান্তি বর্ষিত হোক দয়া ও মহানুভবতার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর।

স্মরণ করছি দয়া, মহানুভবতা ও রহমতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অকৃত্রিম দয়া, মহানুভবতা ও নিষ্কলুষ রহমতকে। স্মরণ করছি দুর্বলের প্রতি তাঁর দয়া, বৃদ্ধদের প্রতি তাঁর করুণা। শিশুর প্রতি স্নেহশীলতা, নারীর প্রতি সহমর্মিতা। সেবক ও দাসের প্রতি নম্রতা, দরিদ্র ও নিঃস্বের প্রতি অনুগ্রহ। অজ্ঞ, অপরাধী ও তাঁর আত্মবিনাশী অপরাধীর প্রতি উদারতা, মুসলিমজাতির নিছক ধর্মীয় অনুশাসন; কুরআনচর্চা, নামাজ, রোজা, সদকা, হজ-উমরাসহ জীবনঘনিষ্ঠ নানা অনুষঙ্গে তাদের প্রতি দয়া, মুসলিমজাতি মুমূর্ষু মুহূর্তে, কবরস্থ জীবনে ও পরকালের বিভীষিকাময় মুহূর্তে তাদের প্রতি দয়াকে।

আরও স্মরণ করছি মুসলিম সমাজের অমুসলিম নাগরিকের প্রতি সহমর্মিতা সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার মানসিকতা, যুদ্ধ মুহূর্তে উদারতা ও যুদ্ধবন্দীর প্রতি উদারতাকে।

মনে পড়ছে শত্রুপক্ষের নেতাদের প্রতি; বিশেষত আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, সফওয়ান ইবনে উমাইয়া, ইকরিমা ইবনে আবু জাহেল, সুহাইল বিন আমর, ফুদালা ইবনে উমাইর, হিন্দ বিনতে উতবার প্রতি তাঁর উদারতার কথা।

স্বপ্ন দেখছি একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের। স্বপ্ন দেখছি একটি আদর্শ সমাজের, আদর্শ রাষ্ট্রের, আদর্শ বিশ্বের; যাতে চর্চিত হবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এসব উন্নত চরিত্রের, দয়ার ও মহানুভবতার। ফলে কোনো ব্যক্তি জুলুম, নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার হবে না।

এ স্বপ্ন কি আদৌ আলোর মুখ দেখবে? দেখা পাব কি সে আদর্শ সমাজের... রাষ্ট্রের... বিশ্বের...? ভেতরটা যেন কেঁদে উঠে। অপেক্ষায় থাকলাম...

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি আমাদের এ স্বপ্নের বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছি।

—আতাউস সামাদ

বুধবার, ২৭ জুমাদাল আখেরা ১৪৪২ হি.

—আমার স্বপ্ন—

স্বপ্ন দেখি এমন এক দিনের, যেদিন কোনোপ্রকার ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া ছাড়াই পুরো পৃথিবীর মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের দুয়ারে পৌঁছে যাবে ইসলামের প্রকৃত এবং অবিমিশ্র শাশ্বত ইতিহাস। যাতে সকলে জানতে পারে ইসলাম ধর্ম হিসাবে যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনই তার রয়েছে এক গৌরবময় ও সুন্দর অতীত। তেমনই তারা জানতে পারবে এ উম্মাতের সমূল উৎপাটন কখনোই সম্ভব নয়। কারণ, এর রয়েছে শক্ত ও মজবুত ভিত্তি। যার শেকড় প্রোথিত অতল গভীরে। পাশাপাশি এ ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞাত ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রই যেন তা অনুধাবন করতে পারেন, এ উম্মাতের আয়ুষ্কাল ঠিক ততদিনই, যতদিন ধরার বুকে প্রাণের চলাচল থাকবে এবং তারা অচিরেই পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে ফিরে আসবে, যেমন তারা অতীতেও এ পৃথিবীকে নেতৃত্ব দিয়েছিল। নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল এবং অপরাজেয়, তবে অধিকাংশ লোকই তা বুঝতে পারে না।

—ড. রাগিব সারজানি

মহান খোদা যাকে পাঠালেন
রহমত করে জীবন বাঁকে
তাঁর মতো আর কেউ কি এমন
মানুষ গড়ার স্বপ্ন আঁকে?

—ইবনে হাজার আসকালানি রহ.

"যাপিত জীবনে সম্মুখীন হওয়া প্রতিটা বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আচরণ ও সমাধান ছিল স্বতন্ত্র এবং অনন্যসাধারণ। তিনি সিদ্ধান্ত নিতেন আশ্চর্য এক পবিত্র রীতিমতে, যা আমাদের উপহার দিয়েছে সামাজিক আচরণ ও পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতিটা পর্যায়ে ব্যতিক্রমী মূল্যবান সব নীতিমালা। তাঁর জীবনের পরতে পরতে, তাঁর গৃহীত প্রতিটি সিদ্ধান্তে চারিত্রিক দিকটি কার্যকর ও ফলপ্রসূ হিসাবে ফুটে উঠেছে।"

পূর্বালাপ

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার। তাঁর সাহায্য, ক্ষমা ও হেদায়েত কামনা করছি। তাঁর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি প্রবৃত্তির অনিষ্ট থেকে এবং আমাদের মন্দ আমলের আগ্রাসন থেকে! বস্তুত তিনি যাকে পথ দেখান তাকে কেউ বিপথে নিতে পারে না, আর যাকে বিপথে রাখেন তাকে পথে আনার কেউ থাকে না! সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

সন্দেহ নেই, ইসলামি শরিয়া পূর্ণতা ও দৃঢ়তার সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছে গেছে; পৌঁছে গেছে সৃজনশীলতার শীর্ষে। দ্ব্যর্থহীন এ শরিয়ার গুণবিবরণে পবিত্র কুরআনুল কারিমের শেষ দিকে অবতীর্ণ হওয়া রাব্বুল আলামিনের বাণীটিই যথেষ্ট। যেখানে তিনি বলেন,

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

> আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং দ্বীন হিসাবে ইসলামকেই তোমাদের জন্য পছন্দ করলাম। [সুরা মায়িদা : ৩]

সুতরাং দ্বীন পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেছে, তাতে সামান্য অপূর্ণতা নেই, স্রষ্টার নেয়ামত হয়ে গেছে পরিপূর্ণ, তাতে সামান্য পরিমাণও শূন্যতা নেই। শরিয়া সবকিছুর বিধান স্পষ্ট করে দিয়েছে। ছোট বা বড় কোনোটাই বাদ থাকেনি তাতে। তেমনই বর্ণনা করেছে, কেমন হবে দ্বীন ও তার বিধিনিষেধের সঙ্গে বান্দার আচরণ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾

> প্রতিটা বস্তুর সুস্পষ্ট বিবরণস্বরূপ আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ (কুরআন) নাজিল করেছি। [সুরা নাহল : ৮৯]

ইরবাজ ইবনে সারিয়া রা. থেকে বর্ণিত এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অবশ্যই আমি তোমাদেরকে স্পষ্ট দ্বীন ও প্রমাণের ওপর রেখে

যাচ্ছি; যা রাত ও দিনের মতোই আলোকমণ্ডিত। আমার পর একমাত্র ধ্বংসোন্মুখ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ তা থেকে ভিন্নপথ অবলম্বন করবে না।[২]

নিঃসন্দেহে রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন ছিল শরিয়তের প্রতিটি বিধানের প্রায়োগিক সমন্বয়চিত্র। সেজন্যই তাঁর যাপিত জীবন আমাদের সামনে এসেছে অভিনব আকারে, যেখানে ব্যক্তি ও সমাজের, বরং ক্ষেত্রবিশেষ পূর্ণাঙ্গ উম্মতের সম্ভাব্য সকল পরিবর্তিত চিত্র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবনে সেসব দল ও মতের লোকদের সঙ্গে চলেছেন, সম্ভাব্য যেসব লোকদের সঙ্গে পরবর্তী সময়ে মুসলিমদের চলতে হবে। সেসব ক্ষেত্র ও পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন, যেগুলোর মোকাবিলা করার সম্ভাবনা ছিল মুসলিমজাতির। ফলে তাঁর জীবনের কিছু ক্ষেত্র যুদ্ধ ও সংঘাতের, কিছু ক্ষেত্র শান্তি ও নিরাপত্তার, কিছু সময় শক্তি ও শৌর্যের, আবার কিছু সময় ধৈর্য ও দুর্বলতার।

সময় ও ক্ষেত্র বিচারে মুসলিমজাতির সম্ভাব্য যেকোনো পরিস্থিতির উত্তোরণে স্পষ্ট ও মহান ঐশী অলৌকিকতার জাজ্বল্য সাক্ষী হয়ে আছে সিরাতে নববির মাত্র ২৩টি বছর। ২৩ বছরের এই সংক্ষিপ্ত জীবনে তিনি রাব্বুল আলামিনের প্রজ্ঞাপূর্ণ ঐশী নির্দেশনার বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। যে প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

> যারা আল্লাহ ও শেষদিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে যারা অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসুলুল্লাহর মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ। [সুরা আহজাব : ২১]

যাপিত জীবনে সম্মুখীন হওয়া প্রতিটা বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আচরণ ও সমাধান ছিল স্বতন্ত্র এবং অনন্যসাধারণ; তিনি সিদ্ধান্ত নিতেন আশ্চর্য এক পবিত্র রীতিতে, যা আমাদের জন্য বের করে এনেছে সামাজিক আচরণ ও পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতিটা পর্যায়ে ব্যতিক্রমী সব মূল্যবান নীতিমালা। তাঁর জীবনের পরতে পরতে, তাঁর গৃহীত প্রতিটি সিদ্ধান্তে চারিত্রিক দিকটি কার্যকর ও ফলপ্রসূ বিষয়রূপে ফুটে উঠেছে। ফলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো কথা বা কাজ বাস্তবার্থে কোনো উত্তম চরিত্রের নমুনা ও উন্নত

---

২. *সুনানু ইবনি মাজাহ*, ৪৩; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ১৭১৮২; *আল-মুসতাদরাক লিল হাকিম*, ৩৩১

শিষ্টাচারবিহীন থাকেনি। তিনি পৌঁছে গেছেন সর্বোচ্চ শিখরে, মানবীয় পূর্ণতার সুউচ্চ শৃঙ্গে; যার ঘোষণা আমরা তাঁর পবিত্র জবান থেকেই বুঝে নিতে পারি। তিনি বলেন,

«إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»

নিশ্চয় আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতাদানের জন্য।[৩]

এ কথার আবশ্যিক দাবিমতেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের কোনো পরিস্থিতি, কোনো ঘটনা, কথা-কাজ বা কোনো প্রতিবাদ প্রশংসাযোগ্য উত্তম চরিত্রের প্রকাশ থেকে মুক্ত নয়। এমনকি প্রভাবশালী নীতিনির্ধারকের মতো শক্তিশালী পদ, যেখানে সাধারণত বিনম্র আচরণের প্রত্যাশা থাকে না। যেমন যুদ্ধ, রাজনীতি এবং কাফের, পাপাচারী জালিম প্রতিপক্ষের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ার মতো কঠিন প্রেক্ষিতেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তম চরিত্রের পরাকাষ্ঠা দেখাতেন।

রাজনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধ, বিচার বা জীবনের এ জাতীয় নানা জটিল কর্ম সম্পাদনকারীর জন্য বাস্তবিকপক্ষেই কখনো কখনো পরিস্থিতি জটিল ও কঠিন হয়ে দেখা দেয়; যেখানে একেবারেই নমনীয় আচরণ বা মানবীয় শিথিল চরিত্র প্রদর্শনের সুযোগ থাকে না। কিন্তু সিরাতে নববির গভীর ও নিবিষ্ট পাঠকমাত্রই এমন সব কঠিন ও জটিল মুহূর্তে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিনম্র চরিত্রের উদাহরণ দেখতে পাবে। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়াই নবীজীবনের সবগুলো পরিস্থিতিতে এই ইতিবাচক উত্তম চরিত্রের নমুনা দেখতে পাওয়া যায় এবং এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই । কারণ এ তো সেই চরিত্র, যাকে স্বয়ং রাব্বুল আলামিন 'মহান' হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন,

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। [সুরা কলাম : ৪]

কুরআনের এ ঘোষণা অনুযায়ী বোঝা যায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাতের এই মহত্ত্ব কেবল নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তা তত্ত্ব ও মতবাদ হিসাবেও যেমন মহান, তেমনই কর্ম ও প্রায়োগিক বিচারেও মর্যাদাপূর্ণ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি এ কথা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, কুরআনুল

[৩]. আল-মুসতাদরাক লিল হাকিম, ৪২২১; আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি, ২০৫৭১

কারিমে উল্লেখিত উন্নত মাধুর্যের উপমা হিসাবে উপস্থাপিত মূলনীতিগুলো অবশ্যই বাস্তব জীবনে প্রয়োগযোগ্য এবং সেগুলো সকল মানুষের জীবনের স্বাভাবিক শৃঙ্খলাবিধানেও যথার্থ ও উপযোগী। যে ব্যক্তি সত্যিকারার্থেই নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে হেদায়েত কামনা করে, এগুলো হবে তার জন্য আলোকিত নির্দেশনা।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন ছিল প্রতিটি ঐশী বিধানের প্রকৃত বৃত্তান্ত। আম্মাজান আয়েশা রা. তাঁর চরিত্র মাধুর্যের যথার্থ চিত্রায়ণ করে বলেন,

«كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ»

তাঁর চরিত্র ছিল কুরআনের জীবন্ত রূপ।[৪]

তাঁর চরিত্রের এমন মহান স্বরূপ ও স্বীকৃতিসত্ত্বেও এবং শতভাগ নিশ্চয়তার সঙ্গে তার মহৎ জীবনচরিত গ্রন্থবদ্ধ থাকার পরও এমন বহু লোক খুঁজে পাওয়া যাবে, যারা তাঁর এ চারিত্রিক মাহাত্ম্য স্বীকার তো করেই না বরং আরও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বেড়ায়। এমনকি তাদের কেউ কেউ কেবল অস্বীকার ও মিথ্যাচারে ক্ষান্ত না হয়ে গালাগাল, অপবাদ এবং কুৎসা রটানোর মতো ধৃষ্টতাও দেখায়! কখনো-বা ব্যক্তিকে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয় ইসলামের দিকে ধেয়ে আসা এসব অযাচিত আক্রমণের তুফান দেখে। তারা দেখে, এ বিবেকহীন লোকেরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের দিকে ছুড়ে দিচ্ছে নিন্দা ও অপবাদের শব্দবাণ। বিস্ময়াভিভূত হয়ে আনমনে তারা নিজেকেই প্রশ্ন করে, আরে! এদের চোখ কি সত্যের দীপ্তিময় আলো দেখতে পায় না? এদের বিবেকবুদ্ধি কি সুস্পষ্ট সত্য অনুভব করার ক্ষমতা রাখে না?

তবে সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তির এ বিস্ময় ও হতবুদ্ধিতা নিমেষেই উবে যায়, সত্যের আলোয় বিলীন হয়ে যায় তার সাময়িক দুশ্চিন্তার কালো মেঘ—যখন সে এসব মিথ্যাচারকারী, অস্বীকারকারী এবং অপবাদ আরোপকারীদের বাস্তব জীবনের দিকে তাকায়। সে দেখতে পায়, এ লোকেরা হয়তো বিদ্বেষী, নয়তো নিরেট মূর্খ।

প্রথমোক্ত ব্যক্তির জ্ঞান বা অনুভবে সামান্যও ঘাটতি নেই; বরং তারা সত্যকে স্পষ্টরূপে বোঝে, কিন্তু হঠকারিতাবশত সে সত্যের ওপর মিথ্যার অনুসরণকে প্রাধান্য দেয়। কেন তারা বাস্তবতাবিবর্জিত সিদ্ধান্ত নেয়, কেনই-বা সূর্যের মতো জ্বলজ্বলে সত্যকে নির্লজ্জের মতো অস্বীকার করে? এর পেছনে মূলত অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে। তাদের কেউ হয়তো দুনিয়াপ্রেমী, কেউ-বা নিজ স্বার্থের

---

৪. *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ২৫৩৪১; *সহিহুল জামে*, ৪৮১১

ব্যাপারে অকুণ্ঠ; কেউ নিজ প্রবৃত্তির পূজা করে, কেউ আবার হৃদয়ে পোষে ইসলামের প্রতি খেদ, বিদ্বেষ ও হিংসা।

তারা মূলত স্বাভাবিক মানবতাবোধবিচ্ছিন্ন বিভ্রান্ত জনগোষ্ঠী, যাদের দলিলের কমতি নেই, প্রয়োজন নেই সত্যসন্ধানে নতুন কোনো প্রমাণেরও। তাদের উদ্দেশ করেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾

তারা অন্যায় ও অহংকারবশত (আল্লাহর) নিদর্শনাবলিকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। সুতরাং দেখো ফাসাদকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল! [সুরা নামল : ১৪]

এরাই সমাজের সকল অপরাধ, ভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা তৈরির মূল হোতা এবং অভিশপ্ত ইবলিশের দোসর। এরা সর্বযুগেই ছিল। নবীর যুগ, সিদ্দিকের যুগ বা পরবর্তী পুণ্যবান শাসকদের যুগ কোনোকালই এদের নিকৃষ্ট বিচরণ থেকে মুক্ত ছিল না। মূলত এদের অন্তর্জগতের মরণ ঘটেছে, সৎস্বভাব বিনষ্ট হয়ে হৃদয় কালো হয়ে গেছে, নিভে গেছে নিরপেক্ষ ভাবনার দুয়ার। ফলে নিজেদের এবং স্বজাতির জন্য এরা বেছে নিয়েছে বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতির পথ। সত্যের দিকে তাড়িত করে এমন সব মত ও নির্দেশনা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সমাজের যারা সম্ভ্রান্ত, অভিজাত এবং সংস্কারমনা লোক, তারা নিজেদের সব মনোযোগ নিবদ্ধ করেছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য।

এই দলেরই অন্তর্গত ছিল ফিরাউন ও হামান। ছিল আবু জাহেল ও আবু লাহাব। এ দলের পূর্বসূরি ছিল কিসরা ও কায়সার, হুয়াই ইবনে আখতাব এবং কাব ইবনে আশরাফের দল।

এদের কারও পরিচয় বাদশাহ ও রাষ্ট্রপ্রধান, কারও পরিচয় পণ্ডিত ও দুনিয়াবিরাগী সুফি। কাউকে-বা দেখা যায় অস্ত্র হাতে যুদ্ধের ময়দানে—এদের কেউ আবার কলম হাতে লিখে যায় শত বিদ্বেষ ও অপবাদের খতিয়ান।

এদের কেউ ইহুদি, খ্রিষ্টান, মুশরিক বা অগ্নিপূজক; কেউ-বা ধর্মত্যাগী জিন্দিক, যে মূলত রবের প্রভুত্বকেই অস্বীকার করে। কেউ আবার দেখতে মুসলিম মনে হলেও ভেতরে ভেতরে কপট মুনাফিক। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের ঘটনা তো আমাদের অজানা নয়![৫]

---

৫. আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল : সালুল মূলত তার মায়ের নাম। সে ছিল মদিনার মুনাফিকদের প্রধান। উহুদযুদ্ধের সময় তার ৩০০ মুনাফিক অনুসারী নিয়ে ফিরে গিয়েছিল। নবম হিজরিতে সে মারা

এই দলের লোকেরা যথেষ্ট ধূর্ত এবং সর্বসাধারণের ঈমানের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে থাকে। এদের সত্যতা প্রকাশ করে দেওয়া, এদের ইসলামবিরোধী পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে বাস্তবতা তুলে ধরা এবং সর্বোপরি বিশ্ববাসীকে এদের অনিষ্ট ও অপরাধের ব্যাপারে সতর্ক করা সচেতন মুসলিমদের আবশ্যিক দায়িত্ব।

এই শ্রেণির লোকেরা এতটা ভয়ংকর এবং ঈমানবিধ্বংসী হওয়ার পরও আল্লাহর দয়ায় সমাজে এদের সংখ্যা নিতান্ত সামান্য। ধর্মকে অস্বীকার ও যুগে যুগে নবী-রাসুল এবং নেক ও সৎলোকদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার দল হিসাবে যাদেরকে মোটাদাগে চিহ্নিত করা যায় না। ফলে এসব ধূর্ত দলের সংখ্যা আদতে বিশাল সমুদ্রের তুলনায় কয়েক ফোঁটা পানির মতোই নগণ্য ও অনুল্লেখ্য।

মিশরের সাধারণ জনগণের তুলনায় ফেরাউন ও হামান শতকরা কতভাগ হবে? মক্কার আমজনতার বিপরীতে আবু জাহেল ও আবু লাহাব কতজন? ইরাক, ইরান ও তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর জনসংখ্যার বিচারে কিসরা কত শতাংশে পড়ে? তেমনই শাম, আনাতোলিয়া (এশিয়া মাইনর), বলকান এবং ইউরোপের সকল খ্রিষ্টান জনমানুষের হিসাবে হেরাক্লিয়াস আর কজন ব্যক্তিই-বা ছিল?

এই যে বিশেষ শ্রেণি যারা স্বেচ্ছাতাড়িত হয়ে দ্বীনধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, জেনেবুঝে স্বপ্রণোদিত হয়ে উন্নত চরিত্র ও আভিজাত্যের বিপক্ষে অস্ত্র ধরে; সানন্দে সাগ্রহে সমাজের সৎ ও পুণ্যমনা মানুষদের সম্মান হরণে সচেষ্ট হয়ে ওঠে, জরিপ বিচারে এদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। সর্বতোভাবে যারা দ্বীনের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হয় এবং জনসাধারণকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে ষড়যন্ত্র করে, হিসাবমতে এদের তুলনায় প্রথম শ্রেণির লোকেরা সামান্যই হবে।

সুতরাং প্রশ্ন হতে পারে, প্রথম শ্রেণির বিদ্বেষীদের সংখ্যা যদি এত সামান্যই হয়ে থাকে, তাহলে ইসলামবিরোধী শক্তির এত বড় কাফেলার বাকিরা কারা?

তারা দ্বিতীয় শ্রেণির লোক, যারা কুফর-গোমরাহির সর্দারদের অনুসরণ করে, তারা আমজনতা, সমাজের সরল ও সাধারণ লোকজন। যারা ধর্মকে তার সঠিক মূল উৎস থেকে বুঝতে পারে না। তাদের সামনে ধর্মকে উপস্থাপন করা হয় ঘৃণ্য, নবসৃষ্ট, পুরাতন প্রথারীতি এবং বিকৃত ধ্যানধারণা হিসাবে। তখনই তারা ছাগলপালের মতো ইবলিসের পেছনে ছুটতে শুরু করে। তাদের সঙ্গে ধ্বংসের

যায় এবং বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র বস্ত্রেই তার কাফনের ব্যবস্থা হয়। ইবনুল আসির রহ., *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ১/২৬৩, *তারিখুল উমামি ওয়াল-মুলুক*, ১/৪৩৯

অতল গহ্বরের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। নির্দিষ্ট শ্রেণির স্বার্থোদ্ধারে ব্যবহৃত হয়েও এই সরল জনতা ভাবে, তারা কোনো পুণ্যের কাজই করে যাচ্ছে!

এরা মূলত অপর্যাপ্ত জ্ঞানধারী মূর্খ এবং সরলমনা সাধারণ গোষ্ঠী। দ্বীনের সঠিক অনুভবে যাদের প্রয়োজন আরও বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের। তবে এদেরও ভেতর থাকে কিছু স্বভাবজাত জ্ঞানী, প্রকৃত সত্যের সন্ধানে যাদের স্পষ্ট দলিল এবং জাজ্বল্যমান প্রমাণের প্রয়োজন।

দ্বিতীয় শ্রেণির এই লোকগুলোর ব্যাপকভাবে জ্ঞানের প্রয়োজন। এরা যুদ্ধে সাগ্রহে যায় না, গালিও স্বপ্রণোদনায় দেয় না। এরা দৃঢ় বিশ্বাস, নির্দিষ্ট মতবাদ এবং অন্তরের গভীর শঠতা থেকে ইসলামকে আক্রমণ করে না, বা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে অপবাদ ও কুৎসা রটায় না। এরা মূলত সাধারণ দরিদ্র জনতা, জ্ঞান ও অনুভব-অনুভূতির পুঁজি থেকে রিক্তহস্ত। এই বিশাল জনগোষ্ঠী এবং উত্তাল গণঢেউয়ের সকলেই মোটাদাগে জ্ঞানহীন অনুসারী।

ইতিহাস দেখুন। অতীতের পাতাগুলোয় সচেতনভাবে নজর দিন। পারস্যের দিকে তাকান। সেখানে ইসলামের বিরুদ্ধে মূলত কারা লড়েছিল? সাধারণ জনগণ? নাকি যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল কিসরার হাত ধরে? এরপর তা ছড়িয়ে পড়েছিল রাষ্ট্রের মুনাফাখোর উজির, আমির এবং ধর্মীয় ব্যক্তিদের মুখ হয়ে। তারপর সারি বেঁধেছিল বশীভূত কিছু সেনাদল। পারস্যের সাধারণ জনগণ তো ছিল অজ্ঞতার দাস। যুগ যুগ ধরে তারা বিশ্বাস করত তাদের প্রভু আগুন। বিশ্বাস করত তাদের নেতা ও প্রধান কিসরা মূলত পবিত্র এক রাজবংশের সন্তান। তারা জানত সঠিক দ্বীন হলো মাজদাক এবং তার অনুসারীদের বাতানো নির্দিষ্ট মতবাদ।[৬]

এরপর সময় গড়াল আরও। পারস্যের এসব ভুলোমনা মিসকিনদের কাছে পৌঁছে গেল ইসলামের স্পষ্ট শুভ্র বার্তা। তাদের চোখ থেকে সরে যেতে থাকল অন্ধত্বের পর্দা, কানের ওপর নেতা ও প্রধানদের চেপে দেওয়া ছিপি সরে যেতে লাগল, যেগুলো তাদেরকে সত্যের কথা শুনতে দিত না, ছিঁড়তে দিত না ভ্রান্তির জাল। অল্প কিছুদিনের ব্যবধানে পারস্যের মানুষজন বুঝে ফেলল তারা কোন মিথ্যা মরীচিকার পেছনে ছুটছিল। তারা চর্মচোখে দেখে বিবেক ও আবেগ খাটিয়ে বুঝে

---

৬. মাজদাক : পারস্যের প্রসিদ্ধ এক দার্শনিকের নাম। প্রথম খসরু নওশেরওয়ার পিতা কুবাজের রাজত্বকালে তার আত্মপ্রকাশ ঘটে। সে কুবাজকে তার মতবাদের দিকে আহ্বান করলে সহজেই তা গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তার ছেলে প্রথম খসরু তার বিরুদ্ধে মাজদাকের মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার কথা জানতে পেরে তাকে ডেকে এনে হত্যা করে ফেলে। তার মতবাদের একটি বিশ্বাস ছিল সকল নারী সবার জন্য হালাল এবং রাজ্যের সবার সম্পদ সবার জন্য বৈধ। বিস্তারিত জানতে দেখুন, *আল-ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত*, ৩/৩৫২

নিলো শরিয়তের মহত্ত্ব ও ইসলামের সৌন্দর্য। কাছ থেকে অনুভব করল প্রিয়নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভিজাত চরিত্রমাধুরী, যাচাই করে নিলো তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা, কাজ ও সেগুলোর প্রেক্ষাপট। এরপর কোনো বশী ও বাধ্যকরণ ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে তারা দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে চলে এলো।

শপথ আল্লাহর! ধর্মের দিকে আহ্বানে আমাদের কাউকে বাধ্য করার একেবারেই প্রয়োজন নেই। বিশ্বাসের প্রশ্নে আমরা কারও প্রতি বলপ্রয়োগ করার চিন্তাও করি না, বরং ধর্ম, বিশ্বাস গ্রহণ ও বর্জনে ব্যক্তিকে চাপপ্রয়োগ করতে আমাদের বারণ করা হয়েছে। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾

> দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে সঠিক পথ ভ্রান্তি ও গোমরাহি থেকে আলাদা হয়ে গেছে। [সুরা বাকারা : ২৫৬]

হ্যাঁ, পারস্যের জনগণের সামনে সরল সঠিক পথ ভ্রান্তি ও গোমরাহি থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। তারা সত্যের সন্ধান পেয়েছিল। মিথ্যার সঙ্গে তার পার্থক্যের জায়গাগুলো স্পষ্টরূপে চিহ্নিত করতে পেরেছিল। ফলে সেখানকার অধিকাংশ লোকই বেছে নিয়েছিল সেই স্বভাবজাত সত্যের পথ, আল্লাহ তাআলা অগোচরে যা তাঁর বান্দাদের হৃদয়ে গেঁথে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন,

﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾

> আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ করো, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। [সুরা রুম : ৩০]

এভাবে পারস্যের অধিকাংশ আমজনতা ইসলামের পথে ফিরে আসে। আর মিথ্যা, অস্বীকৃতি, প্রতিরোধ ও হঠকারিতায় অটল থাকে কেবল তাদের শাসক ও নেতাগোছের বিভ্রান্ত ও কাফের লোকেরা।

পারস্যের জনগণের ব্যাপারে যা বললাম, তা পুরোটাই শাম (প্রাচীনযুগে শাম বলতে সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন ও ফিলিস্তিনকে বুঝানো হতো), মিশর এবং উত্তর আফ্রিকার জনগণের বেলায়ও যথাযথ; বরং আন্দালুস (স্পেন), আনাতোলিয়া (এশিয়া মাইনর) এবং পূর্ব ইউরোপের খ্রিষ্টানদের ব্যাপারেও একই কথা সমানভাবে সত্য। পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া,

হিন্দুস্তান এবং অন্য অনেক অঞ্চলের সাধারণ জনগণের অবস্থাও এমনই। তারাও ইসলামের ছায়াতলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কর্তৃত্ব সর্বময় এবং তাঁর দ্বীন অপরাজেয়। কেবল তরবারি ও অস্ত্রবিচারে নয় বরং দলিল-প্রমাণের নিক্তিতেও তা বিজয়ী এবং শ্রেষ্ঠ। আমরা যদি কেবল ইসলামের মূল বার্তা তুলে ধরি, যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উন্নত স্বভাব, চরিত্র এবং জীবনাচারের ব্যাখ্যা করি, তবে এটাই বিপুল জনতার হেদায়েতের অবলম্বন হিসাবে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

এখান থেকেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সেই বাণীর যথার্থতা বুঝে আসে, যেখানে তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ও অন্যান্য নবীগণের দায়িত্বের সীমা নির্ধারণ করে দিয়ে বলেন,

﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

রাসুলগণের দায়িত্ব তো শুধু সুস্পষ্টভাবে (আল্লাহর) বাণী পৌঁছে দেওয়া।

[সুরা নাহল : ৩৫]

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে (আল্লাহর বার্তা) পৌঁছে দেওয়া। [সুরা নুর : ৫৪]

অন্যত্র বলেন,

﴿فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

কিন্তু যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে জেনে রেখো, আমার রাসুলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টরূপে (আল্লাহর হুকুম) প্রচার করা। [সুরা মায়িদা : ৯২]

কুরআনে এর উদাহরণ অসংখ্য, যার সবগুলোর আলোচনা কঠিন এবং দীর্ঘ করে তুলবে।

আগ্রহী পাঠকের মনে অনিবার্যভাবে কৌতূহলী প্রশ্ন জাগতে পারে, যদি মুসলিমরা তাদের পত্র বহনে, শরিয়া স্পষ্টীকরণে এবং তাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র বর্ণনা করতে ত্রুটি করত, তাহলে আজকের পরিস্থিতি কী দাঁড়াত?

এই শৈথিল্য বিকৃতচিন্তার সমাজপতি এবং ভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তির গুরুদের সামনে ইসলামকে নিজেদের মন ও মর্জিমতো ব্যাখ্যা করা এবং জনমানুষের সামনে তাদের প্রকৃত দ্বীনের ব্যাপারে ধোঁয়াশা তৈরি করার দরজা খুলে দিত।

মূলত সমাজের লোকেরা একজন সত্যপথের নেতা ও সঠিক নির্দেশনার মুখাপেক্ষী থাকে। সুতরাং মুমিনরা যদি সমাজের সামনে তাদের দ্বীন ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রকৃত পরিচয় এবং আমাদের উন্নত চরিত্র ও মূল্যবোধ তুলে ধরতে গড়িমসি করে তাহলে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে লোকেরা অন্য কোনো নেতা ও প্রধান খুঁজে নেবে; সে যত মূর্খ আর অশিক্ষিতই হোক না কেন, তারা তার অনুসরণ করবে এবং তারই নির্দেশনা মেনে চলবে!

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তর থেকে একবারেই ইলম উঠিয়ে নেবেন না, বরং আলেমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে তিনি ইলম তুলে নেবেন। এমনকি একসময় যখন কোনো আলেম অবশিষ্ট থাকবে না, তখন লোকেরা মূর্খদেরই নেতা হিসাবে গ্রহণ করে নেবে। এরপর যখন তাদের কাছে (দ্বীনের ব্যাপারে) কিছু জিজ্ঞেস করা হবে, না জেনে তারা (মনগড়া) ফতোয়া প্রদান করবে। এভাবে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে।[৭]

এই হাদিস থেকেই পৃথিবীতে মুসলিমদের দায়িত্ব এবং পার্থিব জীবনে তাদের করণীয় সম্পর্কে মহান সাহাবি রিবয়ি ইবনে আমের[৮] রা.-এর চমৎকার একটি উক্তির যথার্থতা বুঝে আসে। সংক্ষেপে প্রজ্ঞাপূর্ণ ও প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, যেন যার ব্যাপারে তিনি চান, তাকে আমরা বান্দার গোলামি থেকে আল্লাহর গোলামির দিকে; পার্থিব জীবনের সংকীর্ণতা থেকে প্রশস্ততার দিকে এবং অন্যান্য ধর্মের অবিচার থেকে তাকে ইসলামের ইনসাফের দিকে বের করে আনি।[৯]

এই মহান দায়িত্বের কথা অত্যাবশ্যকীয়ভাবে প্রতিটি মুসলিমের লক্ষ্য হিসাবে সর্বদা নির্দিষ্ট থাকা চাই। যারা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে তাদের অধিকাংশই আমাদের

---

৭. *সহিহ বুখারি*, ১০০; *সহিহ মুসলিম*, ২৬৭৩

৮. রিবয়ি ইবনে আমের: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রসিদ্ধ সাহাবিদের একজন। পারস্য বিজয়ের যুদ্ধগুলোতে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. তাকে রুস্তমের কাছে দূত হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন। খোরাসান বিজয়ের পর আহনাফ ইবনে কাইস রা. তাকে তাখারিস্তানের শাসক নিয়োগ দেন। বিস্তারিত জানতে দেখুন, *আল-ইসাবা*, ২৫৪৭

৯. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৭/৪৩

প্রকৃত পরিচয় জানে না, তেমনই যারা আমাদের ঘৃণা করে, তাদের বেশিরভাগই আমাদের ধর্মের মৌলিকত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। অতএব আমাদের দ্বীন ও আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাচারের পূর্ণতা ও মহত্ত্বের জায়গাগুলো স্পষ্টরূপে পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করা আমাদের দায়িত্ব। আমাদের ইতিহাস আমাদেরই বলতে হবে, আমাদের চরিত্রগাথা রচিত হতে হবে আমাদেরই কলমে; আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা উঠে আসতে হবে আমাদেরই কথা ও বক্তব্যে।

ইউরোপ-আমেরিকার বড় বড় গ্রন্থাগারগুলোতে আমি ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় রচিত ইসলাম ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে লিখিত গ্রন্থের খোঁজ করেছি। কয়েক দশক বা সত্যি বলতে এ বিষয়ে প্রায় কয়েকশ গ্রন্থ পেয়েছি, অথচ আক্ষেপের বিষয়! সেগুলোর অধিকাংশই লিখিত হয়েছে অমুসলিমদের হাতে। ফলে এর হাতেগোনা কয়েকটি গ্রন্থ ইনসাফের সঙ্গে বাস্তবতার সমর্থনে লেখা হলেও বেশিরভাগ গ্রন্থেই অবিচার করা হয়েছে; মিথ্যা, অস্বীকৃতি, অপবাদ এবং বিকৃত তথ্য দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন হলো, মুসলিমরা ছিল কোথায়?

দ্বীনের সম্মানহানি প্রতিরোধে কলম ধরা কি সেই মহান জিহাদের অন্তর্ভুক্ত নয়? ইসলাম ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা রক্ষায় এমন কিছু রচনা করা, যাতে পৃথিবীর সামনে ইসলাম ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সৌন্দর্য, পূর্ণতা এবং মহত্ত্ব ফুটে ওঠে, তা কি মুসলিমদের দায়িত্ব নয়?

শত্রুর কলমের আঁচড় থেকে সবিস্তার রচনার মাধ্যমে ইসলাম ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদার বিষয়টিকে চতুর্দিক থেকে নিরাপদ করে রাখা কি আমাদের কর্তব্য হিসাবে বর্তে না? মূর্খতায় নিমজ্জিত যেসব অসহায় জনসাধারণের হৃদয়ে মরিচা ধরে গেছে, যার ফলে তারা ইসলামের মহত্ত্ব, চারিত্রিক উৎকর্ষ এবং শরিয়ার যথার্থতা অনুভব করতে পারছে না, তাদের সামনে ইসলামের শাশ্বত বাণী নিয়ে হাজির হওয়া কি আমাদের দায় হিসাবে বিবেচিত হয় না? সৃষ্টিজগতের ওপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলন হিসাবে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ পৃথিবীর প্রসিদ্ধ সবগুলো ভাষায় অনূদিত হয়ে যাওয়া কি আমাদের কাছে জরুরি বলে মনে হয় না?

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمۡ﴾

আমি সব পয়গম্বরকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করে প্রেরণ করেছি, যাতে সে তাদের সামনে সত্যকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারে।

[সূরা ইবরাহিম : ৪]

পানাহার আর ভোগবিলাসে মত্ত থেকে কেটে যাচ্ছে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের জীবন, অথচ তারা তাদের রবের ইবাদতের ব্যাপারে উদাসীন এবং নির্লিপ্ত। এটা কি আমাদের মনে কোনো সংকট ও জটিলতার জানান দেয় না? ইসলামের ব্যাপারে অমনোযোগী এই লাখো-কোটি মানুষের ব্যাপারে আমাদের কি জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না? যারা আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘৃণা করে, দ্বীনের বিধানাবলির ব্যাপারে যাদের সামান্য কোনো তোয়াক্কা নেই!

অথচ তাদের জীবন এমন বিপথে পরিচালিত হওয়ার মূল কারণ হলো, তারা দ্বীনের ব্যাপারে জেনেছে ইহুদি-খ্রিষ্টান, হিন্দু ও নাস্তিকদের মিডিয়া ও কলমের খোঁচায়। অথবা জেনেছে পক্ষপাতদুষ্ট সুবিধাবাদী মতলববাজ ধর্মত্যাগী গোষ্ঠীর বিষাক্ত শব্দে ও সহায়তায়।

দ্বীন প্রচারের এই দায়িত্ব যত ভারী, ঠিক ততটাই কঠিন এর দায় ও পরিণতি। বর্তমান বিশ্ব মুখিয়ে আছে আমাদের শরিয়তের পূর্ণতার প্রতি; তাকিয়ে আছে আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বের দিকে। দ্বীন পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব এতটাও সহজ নয়। শত্রুরা এখানে সুযোগসন্ধানী, ইবলিসও শান্ত বসে নেই, যুদ্ধের ময়দান উত্তপ্ত হয়ে আছে ধুলোর আঁধারে। কিন্তু এর কিছুই আমাদের সন্ত্রস্ত করতে পারবে না। কারণ আমাদের চোখের তারায় ভাসে আমাদের রবের বাণী, যা আমাদের মনকে শক্তি জোগায় ও আমাদের দৃঢ়পদ রাখে। তিনি ঘোষণা করেছেন,

﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

নিজ কাজে আল্লাহ পূর্ণ ক্ষমতাবান, কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না।

[সূরা ইউসুফ : ২১]

আপনাদের এ গ্রন্থের বিশদ আলোচনাটি আশা করি আমাদের দ্বীন এবং প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্রেষ্ঠ জীবনচরিতের নতুন এক আলোকময় দিগন্ত উন্মোচিত করবে। বইটিতে আমরা আলোচনা করব, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে কেমন ছিল মহানুভব নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারিত্রিক মহানুভবতা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের

দরবারে কামনা যে তিনি আমাদের এই গ্রন্থটিকে তার সন্তুষ্টির উপলক্ষ্য বানিয়ে দেবেন!

গ্রন্থটি মূলত একজন মহৎ মানুষের চরিত্রের স্বচ্ছ, স্পষ্ট এবং নির্ভেজাল বিবরণ। পৃথিবীর ইতিহাসে যত প্রসিদ্ধ দার্শনিক, চিন্তাবিদ এবং গবেষক গত হয়েছেন তারা এমন মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কোনো মানুষের ব্যাপারে সত্য ও বাস্তব হতে পারে এ কথা স্বপ্নেও ভেবেছে বলে আমার মনে হয় না। এমনকি প্লেটো[১০] তার *রিপাবলিকে* (*The Republic of Plato*), ফারাবি[১১] তার *আল-মাদিনাতুল ফাদিলায়* এবং থমাস মুর[১২] তার দ্বিতীয় *আল-মাদিনাতুল ফাদিলা* (ইথিওপিয়া)-তেও যে চরিত্রমাধুরীর শতভাগের সামান্যও স্বপ্নে বা দর্শনে অনুভব করতে পারেনি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনযাপনে তা বাস্তব এবং সত্য হয়ে পৃথিবীর সামনে এসেছে।

আক্ষেপ মুসলিমদের জন্য! যদি তারা জানত তাদের হাতে কী মূল্যবান ধনরত্ন রয়েছে; যদি তারা তা অনুধাবন করত, এই নিয়ে গবেষণা করত এবং বাস্তবানুগ ভঙ্গিতে তা পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমের কোনায় কোনায় পৌঁছে দিতে পারত—তবে তারা নিজেরাও সফল হতো, পুরো মানবজাতিকেও সৌভাগ্যমণ্ডিত করতে পারত এবং তাদের এ চেষ্টা ও কর্ম বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে মানুষের হেদায়েতের কারণ হিসাবে বিবেচিত হতো।

—ড. রাগিব সারজানি

---

১০. আফলাতুন বা প্লেটো : প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক। পশ্চিমের অন্যতম বড় দর্শনবিদদের একজন। এমনকি পশ্চিমা দর্শনের বর্তমান নথিরূপকে অনেকটা প্লেটোর চিন্তার ফুটনোট হিসাবেই বিচার করা হয়। দর্শন, কবিতা এবং প্রযুক্তিবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তার রচনার খোঁজ পাওয়া যায়। তার পরিচিত ও প্রসিদ্ধ রচনার একটি হলো, *দা রিপাবলিক অফ প্লেটো*। বইটিতে তিনি একটি আদর্শিক নগরব্যবস্থার কাল্পিত রূপরেখা উল্লেখ করেছেন।

১১. আবু নসর মুহাম্মাদ আল-ফারাবি (২৬০-৩৩৯ হি.) : দর্শনশাস্ত্রের লব্ধ ব্যক্তিত্ব। দর্শনের পাশাপাশি তার দখল ছিল শরীরচর্চাবিদ্যা বা স্পোর্টস সাইন্সেও। তেমনই পেশাদার না হলেও তার লব্ধতা ছিল চিকিৎসাবিদ্যাতেও। ফারাব নগরীর দিকে সম্পৃক্ত করে তাকে ফারাবি বলা হয়ে থাকে। প্রাচীন এ নগরীটি বর্তমান তুর্কিস্তানেরই একটি অংশ। *আল-মাদিনাতুল ফাদিলা* তার রচিত প্রসিদ্ধ একটি গ্রন্থ।

১২. থমাস মুর : সাধু, সন্ন্যাসী, দার্শনিক এবং ইংরেজ রাজনীতিবিদ। তার রচিত দ্বিতীয় *আল-মাদিনাতুল ফাদিলা* (ইথিওপিয়া) বইটিই তাকে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ করে রেখেছে। ১৪৭৮ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করা এই দার্শনিক ১৫৩৫ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

আলোচনার রীতিশৈলী

এ গ্রন্থটিতে বর্তমান সময়ের, বরং যেকোনো যুগের যেকোনো সময়েরই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি। কেননা দয়া, অনুগ্রহ ও মহানুভবতা যেকোনো জাতির সফলতা, অন্তরের স্থিতি, জাগতিক শৃঙ্খলা ও জাতিগত সৌভাগ্যের মৌলিক ভিত্তি। আর বিষয় যদি বিশেষায়িত হয় নবীজীবনে মহানুভবতার উপাখ্যানের সঙ্গে, তবে তো তা সবিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। কেননা আলোচনা তখন আবর্তিত হয় মানবজ্ঞানের সর্বোচ্চ, সর্বোন্নত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মানের জীবনকেন্দ্রিক মহানুভবতা নিয়ে; যে দয়া ও অনুগ্রহের ফিরিস্তি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশ্ববাসীর আদর্শের মাপকাঠি হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। তিনি তাঁর পবিত্র গ্রন্থে বলেন,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ﴾

(হে নবী!) আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।

[সুরা আম্বিয়া : ১০৭]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই রহমত কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা সময়ের সঙ্গে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তিনি নবুয়তপ্রাপ্তির মুহূর্ত থেকে একেবারে কেয়ামতদিবস পর্যন্ত পুরো মানবজাতির জন্যই রহমতস্বরূপ। যেহেতু পৃথিবীর প্রতিটা জাতি ও সমাজ রহমত, মহানুভবতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষকে নিজেদের দর্শন ও স্বার্থ অনুযায়ী ধারণায় প্রকাশ করে থাকে, তাই রহমতের এমন একটি ধারণা প্রতিষ্ঠিত আদর্শ ও মাপকাঠি হিসাবে নির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন, দ্বিপাক্ষিক মতানৈক্যকালে নির্দ্বিধায় যা শক্ত করে আঁকড়ে ধরা হবে। পৃথিবীবাসীর জন্য সেই আদর্শ ও মাপকাঠি হলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

বর্তমান বিশ্ব যখন নানা স্তরে, বিভিন্ন দেশ, জাতি ও জনপদে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং অধিকাংশ সামাজিক লেনদেন ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোতে তারা পারস্পরিক মহানুভবতার শূন্যতা অনুভব করছে; সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যতম চিত্রে পরিণত হয়েছে ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির এবং গোষ্ঠীর প্রতি গোষ্ঠীর রুক্ষতা, কঠোরতা এবং শঠতা। তখন আপনি হয়তো জেনে গিয়েছেন যে, বর্তমান বিশ্বের সর্বত্র

ক্রমবর্ধনশীল সংকট উত্তোরণের প্রেক্ষিতে নবীজীবনের দয়া ও করুণার আলোচনা অত্যন্ত জরুরি বিষয় হয়ে উঠেছে।

আমাদের আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে তোলে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে শত্রুপক্ষের নোংরা আক্রমণের প্রবণতা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কাফেরগোষ্ঠী থেকে ইদানীং যা আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। শুধু কি তারাই, বরং কখনো আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্বের ওপর কলম তুলছে মুসলিমের ঘরে জন্ম নেওয়া ধর্মনিরপেক্ষপন্থীরাও। যারা কেবল মুসলিমদের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদর্শ হিসাবে মানতে স্বস্তিবোধ করে না। ডেনমার্কে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে চলতে থাকা ব্যঙ্গচিত্র তৈরির ঘটনা খুব বেশিদিন আগের নয়, জার্মানির ক্যাথলিক পোপের নোংরা শব্দগুলোও আমাদের অগোচরে নয়। সময়ে-সুযোগে পত্রিকার পাতায় ও স্যাটেলাইট মিডিয়ার স্ক্রিনে প্রদর্শিত ব্যঙ্গাত্মক ঘটনা ও প্রোপাগান্ডাও এখন আর হাতেগোনা কোনো ঘটনা নয়।

বিপর্যয়ের মেঘ বেড়ে গেছে। ব্যাপারটি দাঁড়িয়েছে বড় জটিল হয়ে। মানবজাতি যদি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, মহান রাসুল ও জমিনে বিচরণকারী সর্বোচ্চ মহানুভব সত্তার মর্যাদা ভুলে যায়, তবে তাদের জন্য এরচেয়ে ক্ষতি ও শঙ্কার ব্যাপার আর কী হতে পারে? ক্রমশ মুসলিমদের দায়িত্ব বাস্তবে হয়ে উঠছে ভারী ও গুরুতর। উম্মাতের সামনে কেবল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান রক্ষা করাতেই তা সীমাবদ্ধ নয়; যদিও তা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, কিন্তু এ সময় মুসলিমদের মৌলিক দায়িত্ব হলো, বিশ্ববাসীর সামনে একজন করুণাময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। যাতে তাঁর পরিচয়হীন ভ্রান্তিতে হারাতে থাকা মিলিয়ন-বিলিয়ন লোক মুক্তির সাঁকো খুঁজে পায়; যাতে নিরাপদে তরি নোঙর করাতে পারে সেসব ব্যক্তিরাও, যারা অজ্ঞভাবে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন ছিল, ফলে নিজেরাও ডুবেছে, প্রতিনিয়ত অন্যদেরও ডুবিয়েছে।

অবশ্য এ গ্রন্থের আলোচনা কেবল বিশ্বের সামনে মুসলিমদের নবীকে পরিচিত করানোতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিত থেকে পুরো মানবজাতি কীভাবে উপকৃত হতে পারে, এ গ্রন্থ তার একটি রূপরেখাও প্রস্তুত করে দেবে।

গ্রন্থটি লেখার শুরুতে আমার প্রত্যাশা ছিল, নবীজীবনে রহমত ও অনুগ্রহের সকল দিক, ক্ষেত্র ও ঘটনাকে এক মলাটে একত্র করার। কিন্তু পরে আমার কাছে সেগুলো এভাবে একত্র করা সহজ বলে মনে হলো না, কারণ এভাবে একত্র

করার অর্থ হলো, গ্রন্থটিতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের সবগুলো প্রসঙ্গ ও প্রেক্ষাপটই আলোচনায় আনা হবে; কেননা তিনি নবুয়তপ্রাপ্তির প্রথম দিন থেকে একেবারে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সবগুলো ঘটনা, আচরণ ও উচ্চারণে মহানুভবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

তখন আমি আমার লক্ষ্য পালটে নিলাম। আরেকটু সরল চিন্তা থেকে সিদ্ধান্ত নিলাম, গ্রন্থটিতে আমি কেবল সেসব ঘটনা ও প্রসঙ্গ উল্লেখ করব, যেগুলো সরাসরি আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। তা হলো, গোত্র, সমাজ, পরিবেশ-প্রতিবেশ ও আকিদা-বিশ্বাসের তারতম্যহেতু মানুষের নানা দল ও গোষ্ঠীর সঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে অনন্যসুন্দর করুণা ও রহমতের আচরণ করেছেন, খানিকটা অভিনব আঙ্গিকে সেগুলোর একটি ব্যতিক্রমী চিত্র দাঁড় করানো।

বলার অপেক্ষা রাখে না, এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় শরিয়তে মহানুভবতার মর্ম, স্তর, তত্ত্ব ও বিধান তুলে ধরা নয়। এটা আমাদের আলোচনায় বিষয় বহির্ভূত ব্যাপার। এজন্য আমরা গ্রন্থটির কোথাও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রণীত শরিয়তের কোনো শিথিল বিধানাবলির আলোচনা আনিনি; কেননা সর্বোপরি সেগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে আসা ওহি বা প্রত্যাদেশ, যা সরাসরি বান্দার প্রতি আল্লাহর দয়া বা অনুগ্রহেরই বহিঃপ্রকাশ। তবে আমি এ গ্রন্থে ঐশী বিধানের আলোকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রায়োগিক মহানুভবতার রূপ দাঁড় করানোর চেষ্টা করব। তেমনই তাঁর ব্যক্তিজীবনের প্রাপ্তি ও প্রাপ্যের ক্ষেত্রে অন্যদের ভুলত্রুটি এড়িয়ে যাওয়া এবং ইসলামি বিধানের উদার প্রেরণা প্রতিষ্ঠার বাস্তবানুগ অনুভবের ক্ষেত্রে তাঁর দয়া ও করুণার চিত্রায়ণ করতে সচেষ্ট থাকব। বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়িহীন মধ্যপন্থা অবলম্বনে শরিয়তের বিবিধ আহকামে তিনি কতটুকু ছাড় দিতেন, কতটুকুই-বা কঠোরতা করতেন সেগুলোও আলোচনা করার অবকাশ পাব।

তবে সবকিছুর পরও, বিষয়সংশ্লিষ্ট কিছু আলোচনায় তথ্যসূত্রের স্বল্পতার কারণে ফলাফলে পৌঁছতে আমাকে বেগ পেতে হয়েছে। অবশ্য সেই জায়গাগুলোতে প্রচুর পরিমাণ বিপরীত তথ্যের উপস্থিতিই মূল বিপত্তি বাঁধিয়েছে। তবে গ্রন্থটি লেখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি আমি হয়েছি তা হলো, চোখে পড়ার মতো পর্যাপ্ত তথ্য ও সূত্রের উপস্থিতি। কেননা এ বিষয়ে আলেম, ফকিহ এবং অনেক অমুসলিমের হাতেও শত শত গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেয়; তাঁর জীবনের প্রতিটি

মুহূর্তকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। যা ইতিপূর্বে না কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটেছে, না রাসুল ব্যতীত অন্য কারও ব্যাপারে কখনো ঘটার ন্যূনতম সম্ভাবনা আছে।

তথ্যসূত্র ও উৎসগ্রন্থের প্রতুলতা ও পর্যাপ্ততার কারণে সেগুলোয় নির্ভরকৃত রচনার লক্ষ্যে আমি নিজের জন্য একটি নীতিমালা প্রস্তুত করে নিয়েছিলাম। সংক্ষেপে বললে সেই নীতিমালার মূলকথা ছিল নিম্নরূপ :

এক. প্রধানত আমি কুরআনুল কারিমে রহমতের অর্থ-তত্ত্ব-মর্ম এবং তা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে বাস্তবায়িত হওয়ার ঘোষণার ব্যাপারে যে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোর ওপর নির্ভর করেছি। তেমনইভাবে আলোচনায় এনেছি সে সকল আয়াতও, যেগুলো নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হলেও আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখে। এরপর সে আয়াতগুলোর মূল মর্ম ও ব্যাখ্যা তুলে আনতে আমি সহায়তা নিয়েছি নির্ভরযোগ্য তাফসিরগ্রন্থাবলির। প্রয়োজনমতো দ্বারস্থ হয়েছি ইমাম তাবারি, ইবনে কাসির, কুরতুবি রহিমাহুমুল্লাহসহ অন্য অনেকের রচিত প্রসিদ্ধ এবং মূল্যবান তাফসিরগ্রন্থগুলোর।

দুই. যথাসম্ভব নির্ভর করেছি গ্রহণযোগ্য হাদিসের গ্রন্থাবলিতে সহিহ সূত্রে বর্ণিত হাদিসসমূহের ওপর। প্রয়োজনমতো শরণাপন্ন হয়েছি প্রথমে *সহিহ বুখারি*, *সহিহ মুসলিম*; এরপর সুনান নামক হাদিসের গ্রন্থসমূহের; যেমন : *সুনানুত তিরমিজি*, *সুনানুন নাসায়ি*, *সুনানু আবি দাউদ*, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, *আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি* ও অন্যান্য। অনুরূপভাবে মুসনাদ নামক হাদিসের গ্রন্থসমূহের, যার অগ্রে রয়েছে *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*।

তদুপরি কোনোরকম যাচাই-বাছাই ছাড়াই এসব উৎসগুলো থেকে আমি হাদিস গ্রহণ করিনি। বরং সেসবের ক্ষেত্রে প্রবীণ ও সামসময়িক হাদিসবিশারদদের মূল্যায়ন ও মন্তব্য আমলে নিয়েছি এবং কেবল সেসব হাদিসকেই আমার আলোচনায় উল্লেখ করেছি, যেগুলো সনদবিচারে কোনো গ্রহণযোগ্য আলেম বা নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসের ভাষ্যমতে সহিহ বা অন্তত মাকবুল (গ্রহণীয়) স্তরে উন্নীত।

তিন. নির্ভরযোগ্য হাদিসের গ্রন্থগুলোর পাশাপাশি নজর রেখেছি মাগাজি, সিয়ার, দালায়িল এবং শামায়েলের গ্রন্থাবলিতেও।[১৫] এ বিষয়ে প্রচুর গ্রন্থ লেখা হয়েছে

---

১৫. মাগাজি এবং সিয়ার : যেসব গ্রন্থে রাসুলযুগের যুদ্ধগুলো নিয়ে বর্ণনা একত্র করা হয়। দালায়িল : যেসব গ্রন্থে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্বকে নবুয়তের যোগ্য, তাঁর নবুয়তপ্রাপ্তি ও সেটির সত্যতার মুজেজাসংবলিত বর্ণনা জমা করা হয়। শামায়েল : যে গ্রন্থগুলোতে রাসুলের শারীরিক

এবং সেগুলোতে অসংখ্য ঘটনার উল্লেখও রয়েছে। কিন্তু এসব গ্রন্থের বড় সমস্যা হলো, এতে প্রচুর পরিমাণে দুর্বল ও ভিত্তিহীন বর্ণনা পাওয়া যায়। এজন্য গ্রন্থটি রচনার সময় আমার ইচ্ছা ছিল, এসব গ্রন্থ থেকে কোনো তথ্যই আমি গ্রহণ করব না, যতক্ষণ না এমন কোনো গ্রন্থ থেকে সে তথ্যের সত্যতা যাচাই করা হবে, যে গ্রন্থটি সিরাতের সহিহ বর্ণনাগুলো গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করেছে; অথবা এমন কোনো গ্রন্থ, যার লেখক তাতে বিভিন্ন বর্ণনা এনে সনদের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন, এরপর সহিহ বর্ণনাকে দুর্বল বর্ণনার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। পাশাপাশি ইচ্ছা ছিল সেসব গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহের, যেগুলোর বর্ণনা ও বিবরণের তথ্যগুলো সমীক্ষা, পর্যালোচনা ও উৎসমূলের উল্লেখ করে দিয়েছেন নির্ভরযোগ্য কোনো হাদিসবিশারদ।

চার. বইটিতে আমি এমন কোনো তথ্য ও হাদিস উল্লেখ করিনি, যেগুলোর উৎসমূল সম্পর্কে আমি অবগত হতে পারিনি।

পাঁচ. কোনো হাদিস, ঘটনা বা প্রেক্ষাপট উল্লেখের পর আমি তাতে কোনো মন্তব্য জুড়ে দিয়েছি বা তা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা, উপদেশ এবং সিরাতের সেই ঘটনা হতে মহানুভবতার যে বোধ ও তত্ত্ব আমার বুঝে এসেছে সেগুলো আলাদা উল্লেখ করে দিয়েছি। হাদিসপরবর্তী এই মন্তব্যগুলোর কিছু আমার ব্যক্তিগত গবেষণার ফল, কিছু এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো আলেমের লেখনী থেকে সংগৃহীত। অবশ্য আমি যে গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি, যত্নের সঙ্গে সেটার সূত্র উল্লেখ করে দিয়েছি।

বইটির যাবতীয় তথ্য আমি পাঁচটি অধ্যায়ে সাজিয়েছি :

প্রথম অধ্যায়

মৌলিকভাবে এ অধ্যায়টিতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিতে রহমত ও মহানুভবতার মর্ম ও তত্ত্ব তুলে ধরেছি। আলোচনার সুবিধার্থে আমি এ অধ্যায়কে আরও তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি। প্রথম পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিচয় তুলে ধরেছি। পাঠককে পরিচিত করিয়ে দিয়েছি সেই সত্তার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে, পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে যাকে নিয়ে বিস্তর আলোচনা করা হবে। আর অবশ্যই এই পরিচ্ছেদে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের চারিত্রিক দিকটাই ছিল আমার কলমের মূল কেন্দ্রবিন্দু।

ও চারিত্রিক বিভিন্ন গুণাবলি এবং দৈনন্দিন জীবনের স্বভাবজাত কাজকর্মসংশ্লিষ্ট বর্ণনাগুলো উপস্থাপন করা হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কুরআনে রহমত বা করুণাকেন্দ্রিক যে ধারণা দেওয়া হয়েছে, সেটার আলোচনা করেছি। পাশাপাশি আলাপ তুলেছি, সেই কুরআনি করুণার প্রধান ও প্রথম উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কীভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন এবং নির্দিষ্ট সেই রহমতের গণ্ডিতেই কীভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লেনদেন ও আচরণ আবর্তিত হতো—তার বৃত্তান্ত নিয়ে। একই পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি রহমত ও করুণার ব্যাপারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিন্তাভাবনার ব্যাপারেও। কীভাবে তা সমগ্র সৃষ্টির জন্য ব্যাপক হয়, কোন গুণে তা মানুষ ছাড়িয়ে অন্তর্ভুক্ত করে নেয় অন্যান্য প্রাণী এবং জড়বস্তুকেও। মানুষের ভেতরও ইসলামের সীমানা পেরিয়ে কীভাবে তা কোনো অমুসলিমের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে, এখানে কথা বলেছি সেসবের যথার্থতা নিয়ে।

এ অধ্যায়ের তৃতীয় এবং শেষ পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়কার আরব ও অন্যান্য জাহেলি রাজ্যে রহমতের ধারণা সম্পর্কে। যাতে করে সকলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের প্রকৃত মর্যাদা বুঝতে পারে; যা তৎকালীন কঠোর ও রুক্ষ পরিবেশে রহমত ও করুণার গুণে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গ্রন্থটির মূল আলোচনার প্রেক্ষিতে এই অধ্যায়টিকে ধরা যায় প্রধান অধ্যায়। এখানে আমি বিশেষত মুসলিমদের প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অকল্পনীয় মহানুভব চরিত্রের বিবরণ উল্লেখ করেছি। এক আশ্চর্য পাঠের মধ্য দিয়ে এ অধ্যায়ে পাঠকের পাঠযাত্রা অগ্রগতি পাবে।

এ অধ্যায় রচনায় সত্যিই আমাকে বেগ পোহাতে হয়েছে। কেননা মুসলিমদের প্রতি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রহমত ও দয়ার ঘটনা, বস্তুত তাঁর পুরোটা জীবনেই পরিব্যাপ্ত ছিল। এদিকে আলোচনার কলেবর সীমাবদ্ধ থাকায় আমাকে বিরাট সমস্যায় পড়তে হয়েছে। এত এত ঘটনা ও প্রেক্ষাপট যে, কোনটা রেখে কোনটা বলি! তবে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাহায্য কামনা করে গুরুত্বপূর্ণ এ অধ্যায়টিকে মোট পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে নিয়েছি :

প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি অসহায় ও দরিদ্রদের প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দয়া ও অনুগ্রহের বিবরণ। বস্তুত মানবজাতির প্রতিটি সদস্যই কোনো না কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে দরিদ্রই, তবে এ অধ্যায়ে আমি মুসলিমদের সেসব অধিক দুর্বল গোষ্ঠী ও জনবলকে প্রাধান্য দিয়েছি, যাদের প্রতি

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের করুণার আচরণ ছিল স্পষ্ট এবং প্রকাশ্য। উল্লেখ করেছি তাদেরকেও, যাদের ভুলে থাকা কোনোভাবেই সমীচীন ছিল না। এ অধ্যায়ে অসহায় ও দুর্বলদের বেশ কিছু দলের আলোচনা এসেছে; তাদের কেউ বৃদ্ধ, কেউ শিশু, কেউ মহিলা, কেউ সাধারণ চাকর বা অন্য কোনো শ্রেণিভুক্ত মানুষ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কথা বলেছি উম্মতের সেসব লোকদের প্রতি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহানুভবতা নিয়ে, যারা কোনো ক্ষেত্রে ভুল বা ত্রুটি করেছে। তাদের ক্ষেত্রে উত্তম আচরণ দেখানো অনেক মহান একটি গুণ। কেউ ভুল করে ফেললে সমাজের অধিকাংশ মানুষের নজর চলে যায় তিরস্কার, ভর্ৎসনা এবং ক্ষেত্রবিশেষ শাস্তিমূলক উদ্যোগের দিকে। খুব কমসংখ্যক লোকই ভুলের শিকার লোকটির বিপদ বুঝতে পারে; মনে করতে পারে যে, এখন তার পাশে দাঁড়ানো দরকার। সন্দেহ নেই, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে উত্তমরূপে পরিস্থিতি আন্দাজ করতে পারতেন। কেউ ভুল করে ফেললে তার অজুহাত গ্রহণ করতেন। সেজন্য এই পরিচ্ছেদে নানারকম ভুলত্রুটিকারী ব্যক্তির প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চমৎকার উদারতার চিত্র দেখতে পাব। তাদের কেউ জ্ঞাতসারে ভুল করেছে, কেউ-বা অজ্ঞাতসারে। কেউ অন্য কারও অধিকার বা সম্মানের ক্ষেত্রে ত্রুটি করেছে, কেউ-বা ত্রুটি করেছে সরাসরি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিকার বা সম্মানের ক্ষেত্রে!

তৃতীয় পরিচ্ছেদে নবীচরিতের আশ্চর্য এক মহানুভবতার কথা বলব। বলব, ইবাদতের ক্ষেত্রে মুমিনদের প্রতি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের করুণা ও অনুকম্পার কথা। এই ক্ষেত্রেও যে-কারও প্রতি অনুগ্রহ করা যায়, অমুসলিম কেন, আমাদের সমাজের বেশিরভাগ মুসলিমই সেটা বুঝতে পারে না। অনেকে মনে করে ইবাদতের ক্ষেত্রে কঠোরতা যত বেশি হবে বান্দা তত আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারবে। কিন্তু এই পরিচ্ছেদে আমরা এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের করুণার স্নিগ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির কথা স্পষ্ট করে দেবো। তাঁর যে করুণার চিন্তা ছিল সর্বব্যাপী ও বৈষম্যহীন, আমরা তা উল্লেখ করব। তিনি কখনো ইবাদতকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে পরিবার ও সমাজের দায়িত্ব ভুলে থাকতেন না; বরং তিনি এগুলোর সবকটাতেই আশ্চর্যরকম ভারসাম্য রক্ষা করে চলতেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে সমকালীন ও অনাগত মুসলিমজাতির প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দয়া, প্রেম ও অনুগ্রহ উল্লেখ করব। এ ক্ষেত্রেও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহানুভবতার চিত্র ছিল অভূতপূর্ব ও ব্যাপক। উম্মতের প্রতি দরদ ও রহমতকে তিনি নিজের আবশ্যকীয় দায়িত্ব হিসাবে

দেখতেন। এ দায়িত্বের দায়স্বরূপ তিনি মুসলিমদেরকে সেসব বিপদ ও সংশয়ের ব্যাপারে সতর্ক করে গেছেন, নিকট-দূর ভবিষ্যতে যেসবের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা তাদের আছে। সর্বোপরি কেয়ামত অবধি তাদের ও মানবজাতির সঙ্গে যা-কিছু ঘটবে, তিনি সেগুলোর সবই বর্ণনা করে গেছেন উম্মতের সামনে।

এই পরিচ্ছেদে আমরা আরও আলোচনা করেছি মুসলিম সাধারণ দাসশ্রেণির সঙ্গে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন আচরণ করতেন। তেমনই উম্মতের পরবর্তী শাসকশ্রেণিকে তাদের অধীনস্থ সর্বসাধারণের প্রতি কেমন আচরণের উপদেশ তিনি দিয়েছিলেন।

পঞ্চম এবং শেষ পরিচ্ছেদে কথা বলেছি শেষ জীবনে মুসলিমদের মুমূর্ষু অবস্থায় তাদের সঙ্গে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন আচরণ করতেন, বলেছি, মুসলিমদের প্রতি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই রহমত কেবল তাদের জীবৎকালেই নয়, তাদের মৃত্যুর পর কবরেও বহাল থাকবে। এরপর কেয়ামতদিবসে উম্মতের সকলে, এমনকি সৃষ্টিকুলের সর্বজনের প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে বড় রহমতের আচরণ দেখাবেন, যে রহমত হলো পৃথিবী ও কবরজগতের তাবৎ রহমতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ এবং মহান।

তৃতীয় অধ্যায়

এ অধ্যায়ে অমুসলিমদের প্রতি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দয়ার আলোচনা করেছি। বিস্ময়কর এ দয়াসুলভ স্বভাব আদতে এমন এক গোষ্ঠীর প্রতি তিনি দেখিয়েছেন, যারা মৌলিকভাবে তাঁর চিন্তা-চেতনা ও আকিদা-বিশ্বাসের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। যারা তাঁকে রাসুল হিসাবে স্বীকার করত না, নবী হিসাবে মেনে নিত না এবং গাইরুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর) ইবাদত করত। এমন ব্যক্তিদের প্রতিও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহানুভব আচরণ এ কথার উত্তম দলিল যে, তিনি সত্যিকারার্থে ব্যাপক অর্থে বিশ্ববাসীর জন্য করুণার আধার ছিলেন। নবীজীবনের এই চমৎকার অধ্যায়ের আলোচনা মোট ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে নিয়েছি :

প্রথম পরিচ্ছেদের মূল আলোচনার শুরুতেই আমি মানবজাতির সম্মানের বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছি। যাতে করে সেসব প্রেক্ষাপটগুলো আরেকটু কাছ থেকে অনুভব করতে পারি, যেগুলোর ভিত্তিতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন লোকদের প্রতিও অনুগ্রহ করতেন, যারা আল্লাহ তাআলাকেই অস্বীকার করত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি সেসব অমুসলিমদের প্রতি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দয়ার্দ্র আচরণের বিষয়ে, যারা ইসলামি সমাজে বসবাস করত; অথবা যারা নিরাপত্তাচুক্তি নিয়ে মুসলিমদের সঙ্গে ওঠাবসা করত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেওয়া কোনো ব্যক্তির প্রতিও তাঁর মহানুভবতার কথাও এখানে উল্লেখ করেছি। আরও উল্লেখ করেছি ইসলামের দুর্বলতার সময়ে তিনি তাদের সঙ্গে যে আচরণ করতেন, কালের বিবর্তনে ইসলাম শক্তিশালী হয়ে ওঠার পরও তিনি তাদের সঙ্গে একই আচরণ দেখাতেন। তাঁর এ দয়াসুলভ আচরণ ছিল সর্বব্যাপী ও সর্বকালীন, সময়ের পালাবদলে তাতে রদবদল ঘটত না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে করুণা ছিল, সে আলোচনা করেছি। একটি যুদ্ধের আবশ্যকীয় দুর্যোগ ও বিভীষিকার কথা কে না জানে? এজন্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পারতপক্ষে সশস্ত্র যুদ্ধে জড়াতেন না। নিজের দিক থেকে যুদ্ধের পরিস্থিতির সূচনা করতেন না। অমুসলিমদের প্রতি এটাও তাঁর মহানুভবতার অন্যতম দলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে এক আশ্চর্য বিষয়ের আলোচনা এনেছি। তা হলো, যুদ্ধ চলাকালেও অমুসলিম শত্রুদের প্রতি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ। কোনো ব্যক্তির কল্পনায়ও কি এমন উন্নত চরিত্রের নমুনা আসতে পারে যে, যুদ্ধের ময়দানেও কেউ শত্রুদের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য করবে? কিন্তু এ পরিচ্ছেদে আমরা তেমনই এক মহানুভব ব্যক্তির চারিত্রিক সুষমার উল্লেখ করব। মানুষের প্রতি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে মানবিক আচার, এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও; তা মানবজীবনের এক অনন্য বিষয় হিসাবেই স্বীকৃত হয়ে আছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে ইতিহাসের রহমতের একটি অপূর্ব চিত্র তুলে ধরেছি। তা হলো, বন্দীদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগ্রহের বিবরণ। এ ক্ষেত্রে তাঁর আচরণ ছিল সকল আধুনিক নিয়মনীতি ও আইনের ঊর্ধ্বে। মানবজাতি যত নিয়ম ও সংবিধানই রচনা করুক না কেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে অনুগ্রহের যে আচরণ করেছেন, না ইতিপূর্বে কেউ এমন আচরণ দেখাতে পেরেছে, আর না কেয়ামত অবধি কেউ দেখাতে সক্ষম হবে।

ষষ্ঠ এবং শেষ পরিচ্ছেদে আলাদাভাবে আমি আলোচনা করেছি এমন এক মহানুভবতার, পৃথিবীবাসীর ব্যাপারে যা কল্পনা করাও প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। বলতে চাচ্ছি, শত্রুপক্ষের নেতাদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের রহমতসুলভ আচরণের কথা। যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে কেবল সাধারণ যুদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং সারিবদ্ধ সশস্ত্র সেনাদলের মাধ্যমে ইসলামকে চিরতরে মিটিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রও করেছে। এ ক্ষেত্রে আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, তাদের প্রতি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ মনোভাব কেবল বিচ্ছিন্ন বা ব্যতিক্রম কোনো ঘটনা ছিল না; বরং এটা ছিল তাঁর ধারাবাহিক রাজনীতির অংশ, সুচিন্তিত পদক্ষেপ এবং সাধারণ নীতিবিধান। এ ধরনের বিশেষ মহানুভব আচরণ বস্তুত কেবল একজন নবীর পক্ষ থেকেই হতে পারে। আল্লাহর শপথ! রহমতের এই অসাধারণ ঘটনাগুলো নিঃসন্দেহে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের অন্যতম দলিল।

এখানেই গ্রন্থটির আলোচনা সমাপ্ত হতে পারত; কিন্তু এ পর্যায়ে এসে আমার মনে হলো, **চতুর্থ ও পঞ্চম শিরোনামে** আরও দুটি অধ্যায় বৃদ্ধি করা যেতে পারে, যাতে বিষয়বস্তু পাঠকের সামনে আরও স্পষ্ট এবং পরিষ্কার হয়ে যায়।

সে মতে চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছি, 'কিছু সংশয় ও তার নিরসন'। এখানে বিভিন্ন সময়ে ইসলামের শত্রু ও বিদ্বেষীদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত কিছু আপত্তি উল্লেখ করে কীরূপে সেগুলোর শক্ত জবাব দেওয়া যায়, সেটা স্পষ্ট করেছি। এ ক্ষেত্রে এমন আপত্তিগুলোকেই প্রাধান্য দিয়েছি, যেগুলো যেকোনোভাবে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে এবং যে আপত্তিগুলো মোটাদাগে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহানুভব চরিত্রের বিপরীত ধারণা তৈরি করে। স্পষ্টতই আমি এ ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের সকল আপত্তি উল্লেখ করার চেষ্টা করিনি মোটেও, কেননা সেগুলো কেবল আলোচনাই বাড়াবে। তবে আমি মনে করি তাদের প্রধান এবং মৌলিক আপত্তিগুলো আমি উল্লেখ করতে পেরেছি। এরপর সেগুলোকে দুটি পৃথক পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি। প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি যেগুলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি, যেগুলো তাঁর স্বাভাবিক জীবনকে কেন্দ্র করে উপস্থাপিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি রহমতের ব্যাপারে অমুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবনের নানা ক্ষেত্রে সেটার গুরুত্ব কতটা সে বিষয়ে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কাফেরদের ব্যাপারে যেমনটা কুরআনুল কারিমে বলেন,

﴿لَيْسُوا سَوَآءً﴾

তারা সবাই একরকম নয়। [সুরা আলে ইমরান : ১১৩]

তেমনই বাস্তবেও অমুসলিমদের অনেকে স্বভাবগতভাবেই ইসলামের বিরুদ্ধে জুলুম ও কঠোরতায় সিদ্ধহস্ত, আবার তাদেরই কিছু লোক আছে এমন; যারা পৃথিবীতে সত্যিকার মহানুভবতার মূল উৎসগুলোর দিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টি দেয় এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে যেটা সত্য সেটা স্বীকার করে। এই মূলনীতিকে সামনে রেখে এ অধ্যায়ের আলোচনাকে আমরা দুটি ভিন্ন পরিচ্ছেদে ভাগ করে নিয়েছি:

প্রথম পরিচ্ছেদে ব্যাপকভাবে অমুসলিমদের সামাজিক আচার-আচরণের কথা বলেছি; চাই তা যুদ্ধের ময়দানে হোক বা বাস্তব জীবনের অন্যান্য অনুষঙ্গে। যেন আমরা আমাদের এবং অন্যদের আচরণ ও লেনদেনের তুলনামূলক পর্যালোচনা করতে পারি; পাশাপাশি ইসলামি শরিয়ার আহকাম এবং দেশে-দেশে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে মানবরচিত সংবিধানের মৌলিক পার্থক্যগুলো জানতে পারি। যেমনটা তারা বলে থাকে যে, কোনো বস্তুর সৌন্দর্য ধরা দেয় তার বিপরীত বস্তুর উপস্থিতিতেই। সেজন্য এ অধ্যায়ে ইতিহাস ও সমসময়ের প্রসিদ্ধ বিষয় ও প্রেক্ষাপটগুলো একত্র করার চেষ্টা করেছি। তবে সবগুলো আপত্তি ও পার্থক্যের জায়গা অবশ্যই আলোচনায় আনতে চাইনি, কেননা সেটার জন্য বেশ কয়েকটি গবেষণা এবং বড় কলেবরের কয়েক খণ্ড রচনার প্রয়োজন হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রথম পরিচ্ছেদের একেবারে উলটো চিত্র উপস্থাপন করেছি। তা হলো, আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহানুভব ও সর্বোন্নত আচরণ এবং মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে লেনদেনের ক্ষেত্রে তাঁর উন্নত চরিত্রের পক্ষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু নিরপেক্ষ অমুসলিমের সাক্ষ্য প্রদান।

যেমনটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا﴾

স্ত্রীলোকটির (জুলাইখার) পরিবারের একজন সাক্ষ্য দিলো।

[সুরা ইউসুফ : ২৬]

মোট এই পাঁচটি অধ্যায়ের আলোচনা শেষে গ্রন্থটির মূল বিষয়বস্তুর সমাপ্তি হিসাবে একটি পরিশিষ্ট যোগ করেছি। পূর্ব পরিচ্ছেদসমূহের আলোচনার সারবস্তু সংক্ষেপে তুলে ধরেছি এখানে। ইসলামকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রথমে নিজেকে, এরপর সমগ্র মুসলিমজাতিকে কিছু উপদেশ দিয়েছি। কেননা, এই অত্যাধুনিক যুগে মানবজাতির সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন কিছু জীবনঘনিষ্ঠ উপদেশেরই এবং আমি বিশ্বাস করি, জীবনসংশ্লিষ্ট সমূহ সমস্যার সমাধান ইনশাআল্লাহ এই অল্প কিছু উপদেশের মধ্যেই নিহিত আছে।

সকল আলোচনা শেষে বইটি রচনায় যেসব তথ্যসূত্র ও উৎসগ্রন্থের সহায়তা নিয়েছি, সেগুলো উল্লেখ করে দিয়েছি। সেগুলোকে বিষয়বস্তু আকারে ভিন্ন ভিন্নভাবে গুছিয়ে একত্র করেছি। লেখকের নামকে আরবি হরফের ধারানুসারে বিন্যস্ত করেছি। ইচ্ছা করেই শুরুতে নির্দিষ্ট পরিচিতিবাচক (ال) ব্যবহার করিনি; যাতে করে সহজেই উদ্দিষ্ট তথ্যসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে আমি প্রতিটি উৎসগ্রন্থ ও তার লেখকের পূর্ণ নাম উল্লেখ করেছি; পাশাপাশি যথাসম্ভব মুদ্রণ ও প্রকাশনাপ্রতিষ্ঠানের নাম, শহর, মুদ্রণের তারিখ, মুদ্রণসংখ্যা ইত্যাদিও লিখে দিয়েছি। তেমনই তাহকিক বা অনুবাদ হয়ে থাকলে মুহাক্কিক এবং অনুবাদকের নামও খুঁজে পেলে উল্লেখ করে দিয়েছি।

গ্রন্থটির মূল আলোচনাকে প্রাণবন্ত ও উপকারী করে তুলতে আমি কিছু মূল্যবান বিষয় যোগ করেছি, যা বইটির মূল বিষয়কে আরও তথ্যপূর্ণ করবে। বুঝতে সহজ করবে এবং গবেষণার পথ সুগম করবে। যোগ করে দিয়েছি বিষয়নির্দেশক বেশ কিছু মানচিত্র ও ছবি। স্বল্পব্যবহৃত শব্দগুলোর ব্যাখ্যা করেছি এবং প্রয়োজনভেদে কিছু ব্যক্তিবর্গের সংক্ষিপ্ত জীবনীও যোগ করেছি; বিশেষত কিছু মুসলিম মনীষী ও বরেণ্য ব্যক্তির জীবনের নানা দিক আলোচনা করেছি। যাতে করে সমগ্র মুসলিমজাতি এবং আধুনিক বিশ্ব এই জ্বলজ্বলে তারকাগুলোকে তাদের মূল মর্যাদায় চিনতে পারে।

তেমনই গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করতে বহু অমুসলিম স্কলার এবং প্রাচ্যবিদের বক্তব্যও একত্র করে দিয়েছি। এটা পুরো বিশ্বের লোকদের সামনে আমাদের পক্ষে শক্ত দলিল হবে বলেই আমি মনে করি। এজন্যই গ্রন্থটির প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় আমি তাদের কারও বক্তব্য তুলে ধরতে চেয়েছি। উল্লেখ করেছি, আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানে মুসলিম কবিদের রচিত প্রেমমাখা কবিতার নির্বাচিত পঙ্‌ক্তিমালা এবং এমন কিছু কবিতাও, যেগুলো তাঁর মহানুভব চরিত্রের সঙ্গে স্পষ্ট সম্পর্ক রাখে।

এ ছাড়া অধিকাংশ আলোচনার শুরুতে পৃথিবী থেকে যদি ইসলামের রহমত বা মহানুভব তত্ত্বের বিলুপ্তি ঘটে, তাহলে বিশ্বের অবস্থা কেমন দাঁড়াতে পারে সে বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য কিছু পরিসংখ্যান ও বিভিন্নজনের বক্তব্য ও উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছি; যেন আলোচ্য বিষয়ের উপকার পাঠকের জন্য আরও পরিপূর্ণতা পেতে পারে এবং লক্ষ রেখেছি আমার উল্লেখিত প্রতিটি বিষয়ই যেন গ্রন্থটির মূল আলোচ্য বিষয়সংশ্লিষ্ট থাকে।

তারপরও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারিত্রিক মাহাত্ম্য-বিবরণ, তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্য অথবা এতৎসংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ফিকহি বিধান এবং অন্যান্য যে-সকল দিক আমার স্মরণে আসেনি বা ভুলবশত আমার আলোচনা থেকে ছুটে গেছে, সেগুলোর জন্য নিজের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করছি। অসম্পূর্ণতা থেকে যাওয়াই মানুষের বৈশিষ্ট্য, সঠিক অর্থে পরিপূর্ণতা তো কেবল আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দ্বারাই হতে পারে।

স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো ইমাদুদ্দিন ইস্পাহানির[১৪] সেই ঐতিহাসিক বক্তব্য উল্লেখ করেই নিজেকে নিজে সান্ত্বনা দিচ্ছি। তিনি বলেছিলেন, আমি দেখেছি কোনো লেখক আজকে কোনো বই রচনা করে কালই বলছে, ইশ! যদি এটা এরকম না হয়ে ওরকম হতো, তবেই ভালো হতো; যদি এখানে এ কথাটা বাড়ানো যেত, তবে সুন্দর হতো; যদি এটাকে আগে আনা হতো, তবে ভালো দেখাত; যদি এ কথাটা না বলা হতো, তবেই চমৎকার লাগত। এ তো আশ্চর্য শিক্ষার সমাহার। স্বরচিত গ্রন্থ নিয়ে লেখকদের এমন অনুভূতি সমগ্র মানবজাতির অপূর্ণতা এবং সীমাবদ্ধতার অন্যতম দলিল বটে।[১৫]

—ড. রাগিব সারজানি

১৪. ইমাদুদ্দিন ইস্পাহানি : মূল নাম, মুহাম্মাদ ইবনে সফিউদ্দিন ইস্পাহানি। শাফিয়ি মাজহাবাবলম্বী এই গুণধর মনীষী ছিলেন বিখ্যাত আরবি সাহিত্যিক। ইস্পাহানে শৈশব কাটিয়ে তিনি জ্ঞানের শহর বাগদাদে আগমন করেন। সেখানে নুরুদ্দিন মাহমুদ ও সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির মতো জগদ্বিখ্যাত মনীষীদের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে।

১৫. আবজাদুল উলুম, ১/৭০

সরল পথের দিশা তুমি
তুমি ধরার আলো
অন্ধকার এই ধরায় তুমি
দয়ার মশাল জ্বালো।
এই দুনিয়ায় এলে তুমি
নূরের মশাল নিয়ে
সকলেরে বাসলে ভালো
খোদায়ি দরদ দিয়ে।

—হাশিম মেরঘানি (সুদানি কবি)

“রহমতের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত; যা সমগ্র জীবজগৎকে পরিব্যাপ্ত করে নেয়। কেবল মানুষ নয়, অন্যান্য প্রাণী এবং জড়বস্তুও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রহমতের আওতাভুক্ত। ইসলামের গণ্ডি পেরিয়ে তা ব্যাপ্ত করে নেয় অমুসলিমদেরকেও। উত্তরাধুনিক সমাজের করুণাচিন্তার সঙ্গে তৎকালীন আরব ও অনারব রাষ্ট্রের প্রশ্নে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহানুভবতার আনুপাতিক তুলনা করলে এতে বিশ্ববাসী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের করুণার প্রকৃত পরিধি আন্দাজ করতে পারবে। জানতে পারবে, জাহেলি সময়ের কঠোর, রুক্ষ ও হিংস্র পরিবেশেও কীসব মৌলিক কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহানুভব চিন্তাকে এতটা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে!”

প্রথম অধ্যায়

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিতে মহানুভবতা

সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোখে রহমতের মর্ম, তত্ত্ব এবং তাঁর চরিত্রের সামগ্রিক চিত্র নিয়ে আলোচনা করব। কথা বলব সেসব মৌলিক বিষয়গুলো নিয়েও, যেগুলোর ভিত্তিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোখে দয়া ও করুণার নির্দিষ্ট মর্ম নিরূপিত হতো।

আলোচনার সুবিধার্থে এ অধ্যায়টিকে আমরা তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করব :

প্রথম পরিচ্ছেদ : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্ব

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : কুরআন-সুন্নাহর আলোকে রহমত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : রাসুলযুগের সামাজিক প্রেক্ষাপট

দয়ালু স্বভাবে তুমি ছিলে আমরণ,
বিলায়ে গিয়েছ যার মৃদু সমীরণ;
দুলেছে জগৎ তায় দোলায়িত মন,
ঈর্ষায় জ্বলে দেখি অভিজাতজন!

— কবি আহমাদ শাওকি

"আমি শতভাগ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি, এ পৃথিবীতে আদম আলাইহিস সালামের আগমনের পর থেকে আজ পর্যন্ত, এমনকি কেয়ামত অবধি এমন কোনো ব্যক্তি আসেননি, যিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো এতটা সম্মান, মর্যাদা, ভক্তি ও ভালোবাসা অর্জন করতে পেরেছেন।

পৃথিবীর কল্যাণ ও উন্নতির স্বার্থেই তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনীর গবেষণা ও চর্চা অব্যাহত থাকা অত্যাবশ্যকীয় একটি ব্যাপার। আমরা এমন এক ব্যক্তিত্ব নিয়ে কথা বলছি যার শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি সর্বজনবিদিত। আমরা পর্যালোচনা করছি মানবসভ্যতার সবচেয়ে উন্নত ও উত্তম জীবনাচার নিয়ে। এমনকি এ ক্ষেত্রে আমাদের সামান্য কোনো বক্তব্যও দলিল-প্রমাণবিহীন নিছক আবেগ বা কল্পনাপ্রসূত নয়।"

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্ব

ইতিহাস পৃথিবীর সামনে এমন কোনো ব্যক্তির উপমা দেখাতে পারবে না, যে মানুষের প্রতি দয়া, মহানুভবতা এবং আত্মত্যাগের প্রশ্নে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমান হতে পারে।—এম. এইচ. দুররানি[১৬]

প্রসিদ্ধ ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ার একবার চার্চে এক সমাবেশে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশে বলেন, মানুষের দ্বারা পৃথিবীতে সর্বোচ্চ যে অবদান রাখা সম্ভব, সেটার সর্বশ্রেষ্ঠরূপ ছিল রাসুল মুহাম্মাদের জীবৎকাল। মুহাম্মাদের ব্যাপারে সর্বনিম্ন যে কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে, তা হলো; নিঃসন্দেহে সে আসমানি গ্রন্থ নিয়ে এসেছিল এবং সেই গ্রন্থ প্রতিষ্ঠা করতে সে জিহাদ করেছে। তাঁর মৃত্যুর পর একটিবারের জন্যও ইসলাম পরিবর্তিত হয়নি। আর তোমরা ও তোমাদের ধর্মের অন্যরা মিলে এ পর্যন্ত নিজেদের ধর্মকে অন্তত বিশবার রদবদল করে ফেলেছ।[১৭]

এ গবেষণাগ্রন্থটির সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের একটিমাত্র দিক আলোচনা করার প্রয়াস পাব, তা হলো, তাঁর জীবনে রহমত বা মহানুভবতার ধারণা ও উপস্থিতি কেমন ও কতটা বিস্তৃত ছিল।

আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের সকল দিক নিয়ে আলোচনা করাটা নিঃসন্দেহে কঠিন একটি কাজ। তাঁর জীবনে সম্মানের ক্ষেত্র ও মহত্ত্বের উপস্থিতি এতটা বেশি যে, সেগুলো সব একত্র করা কঠিন তো বটেই, অনেকটা অসম্ভব একটি কাজ। তদুপরি তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের মধ্যেই

---

১৬. এম. এইচ. দুররানি, প্রসিদ্ধ ইংরেজ চিন্তাবিদ। প্রথম জীবনে খ্রিষ্টান পাদরি ছিলেন, পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন। আহমাদ কামিল আল-আশশি লিখিত *মিফতাহুল ওয়া নিদাউল মাসলানু* গ্রন্থ থেকে গৃহীত (৪/৩০, ২য় সংস্করণ, দারুল কলম, কুয়েত)।

১৭. ক্যাথেরিনা মুমসেন, *গোয়েটে এবং আমানবিশ্ব*, পৃ. ১৮১

নিহিত রয়েছে মানবজাতির জন্য সমূহ কল্যাণ ও পূর্ণতা। আমরা আমাদের সাধ্যে যতটা পারি, পাঠকের সামনে উপস্থাপনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবৎকালের রহমত ও মহানুভবতার খতিয়ান উল্লেখের পূর্বে, আমাদের উচিত সামান্য হলেও প্রথমে ব্যক্তি রাসুল নিয়ে আলোচনা করা।

তাঁর জীবন ছিল সর্বযুগে সর্বক্ষেত্রে সকলের জন্য অনুসরণীয়। তিনি যেমন ব্যক্তির জন্য আদর্শ ছিলেন, তেমনই আদর্শ ছিলেন সংঘবদ্ধ সংগঠনের জন্যও। ছোট হোক বা বড়, যেকোনো সমাজের সার্বিক পারিপার্শ্বিকতায় তাঁর জীবন ছিল উত্তম নমুনা। তেমনই কোনো জাতি বা রাষ্ট্রগঠনে তাঁর জীবনচরিত হবে একমাত্র অবলম্বন।

যাপিত সময়ে তিনি পৃথিবীতে যে বিপ্লব ঘটিয়েছেন, তা ছিল একাধারে অভাবনীয় এবং ব্যতিক্রমধর্মী। সন্দেহ নেই, তাঁর জীবৎকালের চর্চা কেবল সম্মানের ব্যাপার নয়; বরং তা তাঁর প্রতি প্রেম, ভালোবাসা এবং মর্যাদার অন্যতম দায়। যে মুসলিম ইহ-পরকালের মুক্তি কামনা করে, উম্মতের সম্মান, মর্যাদা ও গৌরব ফিরিয়ে আনতে চায় এবং সেজন্য যথোচিত পথ ও পন্থার তালাশে থাকে, তার জন্য এটি একটি অপরিহার্য দায়িত্ব। বরং পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে বসবাস করা যেকোনো অমুসলিম কাফেরের জন্যও এটি একটি জরুরি বিষয়। যদি তাঁর জীবনের চর্চা না হয়, যদি তাঁর সময়ের তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা না চলে, তাহলে বিশ্ববাসী কতখানি কল্যাণ ও উন্নতির রসদ হারাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যদি বিশ্ববাসী তাঁর জীবনে গভীর নজর না দেয়, অঢেল জ্ঞান-উৎস তাদের চোখের আড়ালে রয়ে যাবে।

জগতের প্রকৃত দর্শন ও বাস্তবতার অনুসন্ধানী এবং মানবসমাজের কল্যাণ ও সংস্কারপ্রত্যাশী প্রতিটি ব্যক্তির জন্য তাঁর কথা, কাজ ও মৌনতার পুথিবদ্ধ সম্পদ এক অনন্য উত্তরাধিকার।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেছিলেন এমন এক সমাজে, যারা ছিল বিক্ষিপ্ত, অনৈক্যজর্জরিত; তাদের মাঝে ছিল না সুবিচার, সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল জুলুম; ভ্রান্তি ও মিথ্যার নানা রূপ জেঁকে বসেছিল তাদের ঘরদোরের কোনায় কোনায়। সবখানে ছিল অন্যায় ও অনিষ্টের ছড়াছড়ি, অহংকারী দাম্ভিকদের হাতে ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রের একক নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক আশ্চর্য ধীরতার সঙ্গে পরিস্থিতি সুস্থ করে চললেন, অসত্যের কুয়াশা সরিয়ে ক্রমশ তিনি মসৃণ করে তুললেন ন্যায়ের আগমনপথ।

তিনি পুণ্যের নির্দেশ দিতে থাকলেন, অন্যায় ও অনর্থকর্ম থেকে সকলকে নিষেধ করতে থাকলেন। তাঁর চলার পথ কোমল-মসৃণ ছিল না; তাতে বিছানো ছিল কণ্টক, কষ্ট ও কাঠিন্য। সমাজের অনেকেই তার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে, কাছের ও দূরের বহুজন তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলেছে তাঁর পরিবারের লোকেরাও। স্বজনেরাই তাঁর বিরোধিতা করেছে; কিন্তু তাদের বর্শা ও তির তাকে নিবৃত্ত রাখতে পারেনি, সত্যের পথে তাঁর অদম্য দৃঢ়তায় সামান্য চিড়ও ধরাতে পারেনি।

তিনি তাঁর জাতিকে সর্বোন্নত পাটাতনে তুলে দিয়েছেন। সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত রীতি ও স্পষ্ট নৈতিকতার ভিত্তিমূলে দাঁড় করিয়ে গেছেন তাদের। আজও যদি কেউ সত্যিই এ উম্মতের প্রতিষ্ঠা ও প্রবৃদ্ধি কামনা করে, তবে সে চোখ বুজে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারে।

ইরবাজ ইবনে সারিয়া রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অবশ্যই আমি তোমাদেরকে স্পষ্ট দ্বীন ও প্রমাণের ওপর রেখে যাচ্ছি; যা রাত ও দিনের মতোই জ্বলজ্বলে। আমার পর একমাত্র ধ্বংসোন্মুখ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ তা থেকে ভিন্নপথ অবলম্বন করবে না।[১৮]

তিনি ছিলেন উজ্জ্বল এক আলোকময় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। জন্ম থেকে একেবারে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই সৌন্দর্য ও বিভা ধরে রাখতে পেরেছিলেন। এটা বড় আশ্চর্যের ব্যাপার, যা কেবল এটাই প্রমাণ করে যে, তিনি ছিলেন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত একজন রাসুল। যিনি সকল পাপ ও ত্রুটি থেকে মুক্ত, নিকট বা দূর থেকে শয়তান যাকে প্ররোচিত করতে পারে না কোনোকিছুতেই।

আমরা যদি তাঁর জীবনাচারের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাই, তাহলে দেখতে পাব তিনি কেবল একজন রাসুলই ছিলেন না; ছিলেন একজন বিচারপতি, সেনানায়ক এবং সর্বজনমান্য জননেতা। কিন্তু এত গুরুত্বপূর্ণ পদ-পদবির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর সাহাবি ও অনুসারীদের সঙ্গে তাদেরই একজন হয়ে বসবাস করতেন। পানাহারে, আবাসনে বা সম্পদে কখনো তিনি নিজের ও তাদের মধ্যে মর্যাদার তফাত রাখেননি। তাদের জীবনে যতটা কষ্ট এসেছে তিনিও তা সয়েছেন সমান পরিমাণে। তাদের মতো ক্ষুধার্ত থেকেছেন—বরং তাদের চেয়েও বেশি, তাদের সঙ্গে ক্লান্ত হয়েছেন তাদের তুলনায় অধিক। তাদের সঙ্গে অবরুদ্ধ হয়েছেন, হিজরত করেছেন, বসতভিটা ছেড়েছেন; কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছেন, বরং

---

[১৮]. *সুনানু ইবনি মাজাহ*, ৪৩; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ১৭১৮২; *আল-মুসতাদরাক লিল হাকিম*, ৩৩১; *সহিহুল জামে*, ৪৩৩৯

তাদের তুলনায় থেকেছেন শত্রুদের আরও কাছাকাছি। কখনো তিনি যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পিছু হটেননি; না উহুদে, না হুনাইনে, না অন্য কোনো যুদ্ধে। কষ্ট যত বেড়েছে, সমানুপাতে বেড়েছে তাঁর ধৈর্য ও সবর। মূর্খদের দেওয়া সমূহ কষ্ট কেবল তাঁর সহানুভূতিকেই বৃদ্ধি করেছে। নিজের ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপারে তাঁকে কখনো ক্রোধান্বিত হতে দেখা যায়নি; কিন্তু যখনই আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের সম্মান বিনষ্ট হয়েছে তখনই তিনি প্রতিশোধের জন্য মুষ্টিবদ্ধ হয়েছেন।

তিনি ছিলেন অসম্ভব দানশীল, তাঁর দরজা থেকে কোনো ভিক্ষুক খালি হাতে ফিরত না। সমগ্র দুনিয়া বাধ্য হয়ে তাঁর পায়ে এসে লুটিয়ে পড়েছে, কিন্তু তিনি পুরো দুনিয়াটাকেই আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিয়েছেন। ইতিহাসে এমন একটি ঘটনাও পাওয়া যায় না, যেখানে কোনোকিছুতে তিনি সাহাবি ও অনুসারীদের বঞ্চিত করে নিজের জন্য কোনো বস্তু বিশেষিত করেছেন।

সামান্য অহংকার বা বড়ত্ব না দেখিয়েই তিনি উম্মতের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশেছেন। তাদেরকে কখনো একা করে দেননি; বরং দরিদ্রের পাশে বসেছেন, অসহায়ের প্রতি দয়া দেখিয়েছেন। দাসীরা তাঁকে মদিনার পথে পথে নিয়ে যেত। তিনি রোগীর ঘরে যেতেন, মৃতের জানাজায় থাকতেন, জুমআর খুতবা দিতেন, ভক্তদের শিক্ষা দিতেন। সাহাবিদের বাড়ি গিয়ে দেখা করতেন, তারাও তাঁর বাড়িতে এসে স্বাচ্ছন্দ্যেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করত। এ পুরোটা সময়ে তাঁর ঠোঁটে লেগে থাকত মৃদু হাসি, চেহারায় আনন্দ খেলা করত আর ললাটে ছুঁয়ে যেত প্রফুল্লের পরশ।

উম্মতের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়াবান। তাকে কোনো দুটি বিষয়ের একটি গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হলে তিনি সবচেয়ে সহজ দিকটাই বেছে নিতেন; যদি না তা গুনাহ হচ্ছে। আর যদি তা কোনো গুনাহের কাজ হতো তাহলে তিনি হতেন তা থেকে সর্বোচ্চ দূরত্ব অবলম্বনকারী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল, কেউ তাঁর প্রতি অত্যাচার করলেও তিনি তাকে ক্ষমা করে দিতেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার প্রতি তাঁর ছিল আলাদা গুরুত্ব, কেউ তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও তিনি তার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলতেন।

সমাজের লোকদের সঙ্গে তাঁর সম্মান-সংশ্লিষ্টতা কেবল লেনদেন, আচরণ বা উত্তম চরিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তিনি ছিলেন দক্ষ রাজনীতিক, প্রাজ্ঞ সেনানায়ক এবং সুভাষী বক্তা, ছোট-বড় কোনো বিষয়ই তাঁর স্মরণচ্যুত হতো না কখনো। তিনি মুখ খুললেই ঝরে পড়ত প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা, তাঁকে 'সংক্ষিপ্ত তবে বিশদ অর্থবহ বাক্য' বলার যোগ্যতা দেওয়া হয়েছিল। বলতেন অল্প কথা, কিন্তু উম্মতের আলেম এবং ফকিহরা সর্বসাধারণের সামনে তা থেকে বিস্তর ব্যাখ্যা ও মর্ম বের

করে নিয়ে আসতে পারে। তাঁর কথোপকথনের ধরন ছিল সবচেয়ে সুন্দর, তিনি যখন আলোচনা করতেন, এত সামান্য করতেন না যে শ্রোতা বুঝতেই পারে না। ভুলে যেতেন না গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্য, অথবা দীর্ঘ বক্তব্যে শ্রোতাদের প্রতি অত্যাচার করতেন না, আবার ঠুনকো কারণে যথাতথা যার-তার ওপর রেগেও যেতেন না। প্রয়োজনে তিনি সাহাবিদের সাহায্য নিতেন, তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। অথচ তাঁর বিবেকবুদ্ধি ছিল সাহাবিদের চেয়ে শতগুণ বেশি এবং তিনি ছিলেন তাদের সকলের চেয়ে সম্মানিত। কারও মতামতকে তুচ্ছ করতেন না, কাউকে খাটো করতেন না। হেকমত যেন তাঁর কাঙ্ক্ষিত সম্পদ, যেখানে যার কাছেই পেতেন শরিয়তের গণ্ডিভুক্ত হলে তা সাদরে গ্রহণ করতেন।

তাঁর মহত্ত্বের প্রকৃত নিদর্শন ছিল এই যে, জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রেই তিনি উপরোল্লেখিত উত্তম গুণাবলি এবং আরও অন্যান্য মানবীয় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। মক্কাতেও আমরা তাঁর ভেতর এসব স্বভাবের উপস্থিতি দেখেছি, দেখেছি মদিনাতেও। সন্ধির সময়ে যেমন পেয়েছি, যুদ্ধকালেও দেখেছি একইরকম। তিনি যখন নিপীড়িত এবং বিতাড়িত, তখনও তাঁর ভেতর এসব গুণ ছিল; তিনি যখন ক্ষমতাশালী শাসক, তখনও তাঁর স্বভাবে এগুলো ছিল সমান বিদ্যমান। যখন সবচেয়ে প্রিয় সাহাবিদের সঙ্গে চলতেন, উত্তম আচরণ করতেন। আবার যখন সবচেয়ে কঠিন শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তার সঙ্গেও সুন্দর ব্যবহার করতেন।

তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছিল এমন উজ্জ্বল, বিভাময়। তাঁর শত্রুরাও তাতে অভিভূত হয়ে যেত। যে তাঁর কথা শুনেছেমাত্র, দেখেনি কখনো; এমনকি যে তাঁর যুগও পায়নি, এমন লোকেরাও তাঁকে সম্মান করে। তাঁর মর্যাদা স্বীকার করে এবং অন্তরে তাঁর প্রতি সমীহ রাখে। কেবল মুসলিম নয়, অসংখ্য অমুসলিমের মনেও তিনি পরম সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

ফরাসি কবি লামার্তিন বলেন, মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসে মুহাম্মাদের মতো দ্বিতীয় কাউকে দেখাতে পারে এমন দুঃসাহস কার? মানুষের মহত্ত্ব পরিমাপের যতগুলো নিক্তি আছে, সেসবের বিবেচনায় পৃথিবীতে তারচেয়ে সম্মানিত আর কে এসেছে কবে? আমার জীবনের সবচেয়ে সৌভাগ্যের ব্যাপার হলো, আমি মুহাম্মাদের জীবন নিয়ে গবেষণা করতে পেরেছি; জানতে পেরেছি তিনি কতটা সর্বজনীন সম্মানের অধিকারী ছিলেন।[১৯]

১৯. লামার্তিন, তারিখুল আতরাক, ২/২৭৬-২৭৭

প্রসিদ্ধ জার্মান কবি গ্যোটে বলেন, আমি ইতিহাসের পাতায় পাতায় এই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম কাউকে খুঁজে ফিরেছি; কিন্তু আমি তাঁর উপমা কেবল নবীয়ে আরাবি মুহাম্মাদের মধ্যেই পেয়েছি।[২৩]

এই পরিচ্ছেদে আমাদের আলোচনা ছিল তাঁর মহত্ত্বগুণের সংক্ষিপ্ত এবং সামান্য একটি দিক নিয়ে। তা হলো, রহমত, দয়া ও মহানুভবতার ব্যাপারে কেমন ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজে কীভাবে সেটা প্রকাশ পেত! সেই সূত্রে আমরা তাঁর জীবনের প্রতিটি ঘটনায়, যুদ্ধ বা শান্তির ক্ষেত্রে, শাস্তিপ্রদান বা তিরস্কারকরণের সময়ে জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে প্রতিটা ব্যাপারে আমরা তাঁর রহমত ও মহানুভবতার আচরণ দেখেছি। এমনকি তাঁর যাপিত সময়ের কোনো কথা বা কাজ, দয়া ও অনুগ্রহ থেকে মুক্ত ছিল না। কোথাও এ নীতির সামান্য বিপরীত কিছু দেখা যায়নি এবং এটি এতটাই প্রসিদ্ধ এবং সর্বজনমান্য বিষয়, যাতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই!

আর রহমতের তত্ত্ব ও মর্মের প্রশ্নে কেমন ছিল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিন্তাধারা, সেটাই আমাদের সামনের পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়, ইনশাআল্লাহ!

২৩. সিগরিড হুংকে, শামসুল আরাব তাসতাউ আলাল গারব, পৃ. ৪৬৫

একজন আহমাদ,
স্মরণে যাঁহার কেটে যায় সব অবসাদ!
একজন আহমাদ,
যাকে ভুলে গেলে সব হয়ে যাবে বরবাদ।

— মাকজুন সিনজারি (সিরীয় কবি)

“রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিতে রহমতের মূল মর্ম কী ছিল তা পরিপূর্ণ উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না, সেই মূল সূত্রের দিকে ফেরা ছাড়া; যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভেতর এই শব্দের মর্ম তৈরি করেছে; আর তা হলো, মহাগ্রন্থ কুরআনুল কারিম।”